ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 10 April, 2023 ■ আগরতলা ১০ এপ্রিল, ২০২৩ ইং ■ ২৬ চৈত্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কর্ণাটকে মুদুমালাই টাইগার রিজার্ভের থেপ্পাকাদু হাতি ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। ছবি পিআইবি।

তেলিয়ামুড়ায় পুলিশ কর্মীকে ও লেফুঙ্গায় যুবককে হত্যার চেষ্টা

বিশালগড়ে ঠিকাদারকে অপহরণ করে মুক্তিপণ দাবী, পরে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। বিশালগড়ের টিএসআর ক্যাম্প এলাকার প্রনব লস্কর সিসি ক্যামার কাজ করেন। সরকারী টেন্ডারও পান তিনি। বিধানসভা নির্বাচনের আগে তার কাছে টাকা চাওয়া হয়েছিল।

কিন্তু তিনি দেননি। শনিবার সকালে গকুলনগর এলাকায় গ্যারেজে সিসি ক্যামেরার কাজ করতে আসেন তিনি। তখনই গাড়িতে করে দূর্বৃত্তরা এসে তার কাছে পুনরায় টাকা দাবি করে। না দিলে বলপূর্বক গাড়িতে তোলে নিয়ে যায়। অভিযোগ, প্রনবের স্ত্রীকে ফোন করে বলা হয় তার স্বামীকে আর পাওয়া যাবে না।

পরে টাকা দেওয়া হবে বলে জানান বাড়ির লোকজন। তখন লস্করবাবুকে নিয়ে আসা হয় সিটিআই ক্যাম্পের সামনে খালি মাঠে। অনেক লোকজন দেখে গাড়ি থেকে ফেলে পালিয়ে যায় দূর্বৃত্তরা। পরে বিশালগড় থানার পুলিশ গিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। সেখান থেকে রেফার করা হয় জিবিতে। জানা গেছে, অভিযুক্তরা সেকেরকোটের।

চেকিং চলাকালীন সময় রেল থেকে পড়ে গুরুতর আহত এক রেল পুলিশ। ঘটনা শনিবার রাতে তেলিয়ামুড়া ত্রিশাবাড়ি স্থিত রেল স্টেশনে। অভিযোগ, তাঁকে রেল থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য দিনের মতো এদিন রাতেও তেলিয়ামুড়া ত্রিশাবাড়ি স্থিত রেলস্টেশনে চলছিলো রেলে চেকিং। সেসময় রতন কুমার ঘোষ (৫৭) নামের রেল পুলিশকে কে বা কারা রেল থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় বলে অভিযোগ উঠে।

তেলিয়ামুড়ায় গুরুতর আহত পুলিশকর্মী

লেফুঙ্গায় গুরুতর আহত যুবক।

এতে গুরুতর আহত হয় রেল পুলিশ। পরবর্তী সময় তেলিয়ামুড়া রেল স্টেশনের অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা আহত অবস্থায় রেল পুলিশকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখান থেকে তাঁকে আগরতলা জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়।

রবিবার লেকুঙ্গা থানার অন্তর্গত লক্ষীপাড়া এলাকায় মাটিকাটাকে কেন্দ্র করে মধু সাহা নামে এক ব্যক্তির নেতৃত্বে তার পরিবারের চার থেকে পাঁচ জন মিলে সঞ্জু দাস নামে এক যুবককে কাচের বোতল দিয়ে মাথায় আঘাত করে গুরুতর আহত করেন। সঞ্জু দাস অভিযোগ করেন তার একটি জায়গায় মেশিন দিয়ে মাটি কাটার সময় মধু সাহা এবং তার পরিবারের লোকজন বাধা দেন।

কিন্তু সঞ্জু দাস বলেন নিজের জায়গার মাটি কাটছিলেন তিনি তাদের কি সমস্যা এতেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে মধু ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিষাক্ত মাশরুম খেয়ে এক পরিবারের পাঁচজন গুরুতর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। জঙ্গল থেকে মাশরুম খেয়ে অসুস্থ শিশু সহ পাঁচজন জনজাতি পুরুষ মহিলা। ঘটনা চড়িলাম ব্লকের ধারিয়াথল ভিলেজের পুরান লেম্বুতলী এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, এক পরিবারের গৃহকর্তা রবিবার সকালে জঙ্গল থেকে মাশরুম এনে রান্নার জন্য দেন বাড়ির গৃহিণীকে। যথারীতি রান্না করে দেওয়ার পর পরিবারের সকলের সেই মাশরুম খায়।

খাওয়ার দু-তিন ঘন্টা পর থেকেই একের পর এক অসুস্থ হতে থাকে। নিয়ে আসা হয় বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক হাসপাতালে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক রিয়া দেববর্মা তাদের অবস্থা আশঙ্কা জনক দেখে বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক হাসপাতাল থেকে রেফার করেন জিবি হাসপাতালে। চিকিৎসক জানান পরিবারের পাঁচজন অসুস্থ। অসুস্থদের সকলে পেটে ব্যথা এবং মাথায় সমস্যা হচ্ছে।

যারা অসুস্থ তাদের নাম সঞ্জীৎ দেববর্মা, এঞ্জেলিনা দেববর্মা, মেনুকা দেববর্মা, শম্পা দেববর্মা এবং বিপ্লব দেববর্মা। চিকিৎসক জানিয়েছেন তাদের মধ্যে শিশুকন্যার এঞ্জেলিনা দেববর্মার শারীরিক অবস্থা সংকট জনক। এ ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

আগরতলায় মধ্যরাতে হোটেল ধুন্ধুমার কান্ড পরিস্থিতি সামাল দিল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। বহিঃরাজ্য থেকে আসা ধর্ম গুরুর সাথে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ রাজধানীর এক হোটেল কতৃপক্ষের। হোটেল দা পার্ক লাইন কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে এই গুরুতর অভিযোগ উঠে। রাজ্যে আসেন এক ধর্ম গুরু। সাথে আসে ওনার বেশ কয়েকজন শীষ্য। তারা সকলে রাজধানীর হোটেল দা পার্ক লাইনে তিনটি রুম ভাড়া করে।

তিনটি রুমের মধ্যে একটি রুমে থাকতেন খোদ ধর্ম গুরু। অপর দুইটি রুমে থাকতেন ওনার শিষ্যরা। শনিবার সকালে ঐ ধর্ম গুরু শীষ্যদের সাথে নিয়ে একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। রাতের বেলায় তারা পুনরায় হোটেলে ফিরে আসেন। তাদের অভিযোগ হোটেলে আসার পর দেখতে পান তাদের রুমে বিনা অনুমতিতে হোটেল কতৃপক্ষ প্রবেশ করেছে। তখন তারা হোটেল কতৃপক্ষের নিকট জানতে চান কেন তারা বিনা অনুমতিতে তাদের রুমে প্রবেশ করেছে।

হোটেল কতৃপক্ষকে এই প্রশ্ন করার পর হোটেল কতৃপক্ষ তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ। একটা সময় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পশ্চিম আগরতলা থানার পুলিশ। শেষ পর্যন্ত পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আসে।

আদিবাসী সমাজের জীবন ও ঐতিহ্য থেকে কিছু শিক্ষা নেওয়া উচিতঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল(হি.স.)।। অস্কার বিজয়ী ডকুমেন্টারি 'দ্য এলিফ্যান্ট হুইসপারস' -র নায়ক দম্পতি বোম্যান এবং বেইলির সঙ্গে দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার পরে এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আদিবাসী সমাজের জীবন ও ঐতিহ্য থেকে আমাদের কিছু শেখা উচিত।

প্রধানমন্ত্রী রবিবার কর্ণাটকে 'ইন্টারন্যাশনাল বিগ ক্যাটস অ্যালায়েন্স' চালু করলেন শিকার এবং বন্যপ্রাণী বাণিজ্য রোধ করার লক্ষ্যে। প্রধানমন্ত্রী মুদুমালাই টাইগার রিজার্ভের থেপ্পাকাদু হাতি ক্যাম্প পরিদর্শন করেন। এখানে তিনি মহাবতদের সাথে মতবিনিময় করেন।

বোম্যান এবং বেইলির 'দ্য এলিফ্যান্ট হুইস্পার্স' ৯৫ তম একাডেমি পুরস্কারে সেরা ডকুমেন্টারি শর্ট ফিল্ম জিতেছে। এই ৪১ মিনিটের সংক্ষিপ্ত ডকুমেন্টারিটি রঘু, একটি অনাথ হাতি এবং তার তত্ত্বাবধায়ক, বোম্যান এবং বেইলি নামে মাহুত দম্পতির মধ্যে সম্পর্কের কথা। তাঁদের জীবন উৎসর্গ করে শিকারীদের থেকে বাঁচানোর এক কাহিনী। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় বিভিন্ন হোটেলে দেহ ব্যবসার চক্র, জিবি বাজারে দুই মহিলাসহ আটক চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। প্রশাসনের চোখে ধুলো দিয়ে শহরের আনাচে কনাচে চলছে দেহ ব্যবসা। এবার প্যাথলজির আড়ালে দেহ ব্যবসার অভিযোগ উঠল জিবি বাজার এলাকার অমর প্যাথ ল্যাবের বিরুদ্ধে। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে রবিবার জিবি ফাঁড়ির পুলিশ জিবি বাজার এলাকার অমর ভান্ডার রেস্ট হাউস ও অমর প্যাথ ল্যাবে অভিযান চালায়। এই অভিযানে উদ্ধার হয় দুই যুবক সহ দুই মহিলা।

একই সাথে উদ্ধার হয় বিয়ারের বোতল ।আটক যুবক ও মহিলা সহ অমর ভান্ডর রেস্ট হাউস ও অমর প্যাথ ল্যাবের দায়িত্বে থাকা এক ব্যক্তিকে পুলিশ জিবি ফাঁড়িতে নিয়ে যায়। আটক এক যুবক জানায় সে তার প্রেমিকাকে নিয়ে জিবি বাজার এলাকায় ঘুরতে এসেছিল। জিবি বাজার এলাকায় আসার পর তার প্রেমিকা বিশ্রাম করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। তাই সে ৫০০ টাকা ভাড়া দিয়ে কিছুটা সময় বিশ্রাম করার জন্য অমর ভাণ্ডার রেস্ট হাউসে একটি রুম ভাড়া করে। সে আরও জানায় তার প্রেমিকার পূর্বে বিয়ে হয়েছিল।

একটি সন্তান রয়েছে। তবে তার কথায় যথেষ্ট অসঙ্গতি রয়েছে। মাত্র এক দুই ঘণ্টা বিশ্রাম করার জন্য ৫০০ টাকা দিয়ে রুম ভাড়া করা এবং বিয়ারের বোতল উদ্ধার হওয়ার ঘটনা থেকে দেহ ব্যবসার অভিযোগ যেমন প্রমানিত হয় না, তেমনি এই অভিযোগ উড়িয়েও দেওয়া যায় না।

কারন ঘণ্টা খানেক বিশ্রাম করার জন্য ৫০০ টাকা দিয়ে রুম ভাড়া করাটা তাদের বক্তব্যের সাথে যুক্তি সঙ্গত নয়। বিশ্রাম যদি করতেই হয় তাহলে কেন তারা বিয়ারের বোতল সাথে নিয়ে গিয়েছিল। বহু প্রশ্ন দেখা দিয়েছে ঘটনাস্থলে উপস্থিত লোকজনদের মনে। কিন্তু সভ্য সমাজে এই ধরনের ঘটনা কাম্য নয় বলে অভিমত অভিজ্ঞ মহলের।

গন্ডাছড়ায় নদীর জলে তলিয়া যাওয়া দুই যুবতীর মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ এপ্রিল।। গন্ডাছড়ার সরমা নদীতে তলীয়ে যাওয়া দুই যুবতীর নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে রবিবার। পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর একটি মামলা নিয়েছে। মৃতদেহ উদ্ধারে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঘটনাটি ঘটে গন্ডাছড়া মহকুমার অন্তর্গত নিউ বৃষকেতু পাড়ায়।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে শুক্রবার সন্ধ্যা নাগাদ বৃষকেতু পাড়ার দুই যুবতী নৌকায় সরমা নদী পাড় হওয়ার সময় শান্তিমালা চাকমা নামে এক যুবতী অসতর্কতার কারণে জলে পড়ে যায়। নিজের সঙ্গী জলে পড়ে যাওয়ার ফলে হতভম্ব হয়ে শান্তিমালাকে অপর যুবতী এগিয়ে গেলে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৩ বছরের ছেলেকে ঘুমের মধ্যে কুপিয়ে মারাত্মক জখম করল মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। কৈলাশহর এলাকার বাসিন্দা রুপসা বেগম দীর্ঘদিন আগে মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে পরে। তারপর তার পরিবারের লোকজন বহু চিকিৎসা করিও কোন কাজ হয়নি।

অবশেষে শনিবার গভীর রাতে ঘুমিয়ে থাকা তার ১৩ বছরের সন্তানকে ধারালো দা দিয়ে শরীরে এবং মাথার মধ্যে বেশ কয়েকটি আঘাত করে এতেই রক্তাক্ত হন ১৩ বছরের নাবালক পুত্র। তার চিৎকার শুনে ছুটে আসে পাশের বাড়ির লোকজন এবং ছুটে আসে। রক্তাক্ত অবস্থায় সাইদুল হোসেন কে উদ্ধার করে কৈলাশহর হাসপাতালে নিয়ে যান সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবি হাসপাতালের রেফার করা হয়।

বর্তমানে গুরুতর আহত অবস্থায় জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সাইদুল ইসলাম। মায়ের হাতে সন্তান আক্রমণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

ডটকমের যুগেও চড়ক, গড়িয়া বিজু ও বিহুর সংস্কৃতির মেলবন্ধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য ভারতীয় সংস্কৃতির পরম্পরা। যুগ যুগ ধরে এই সংস্কৃতিকে বহন করে নিয়ে আসছে মিশ্র জাতি গোষ্ঠীর মানুষ। দেশের সংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করেছে লোকসংস্কৃতি। তারই অঙ্গ হিসাবে উঠে এসেছে চৈত্র মাসের গাজন নৃত্য। এছাড়াও রয়েছে বিহু বিজু গড়িয়ার মত সংস্কৃতি। এক একটি সংস্কৃতি আলাদা জনগোষ্ঠীর হলেও তা যেন এক সূত্রে গাঁথা। কারণ সময়ের সঙ্গে এইসব ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি আলিঙ্গন করে রেখেছে আমাদের পরম্পরা ও ঐতিহ্যকে। তারই প্রকাশ ঘটে চৈত্র মাসের শেষ দিকে এবং বাংলা নববর্ষ শুরুতেই।

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ এর মধ্যে চৈত্র সংক্রান্তি একটি অন্যতম পার্বন। চড়ক পূজার অঙ্গ হিসাবে শিব পার্বতীর নৃত্য। ডট কমের যুগে এই সংস্কৃতি এখনো বিলুপ্ত হয়নি। শহরতলী ছাড়াও গ্রাম পাহাড়ে এই সংস্কৃতিকে ঘিরে মানুষের আবেগ ভালবাসার স্পূরণ ঘটে। এখনো শিব পার্বতী সেজে বাড়ি বাড়ি এমনকি দোকানপাটেও নৃত্য করে বেড়াচ্ছেন একদল মানুষ। বহু কষ্ট স্বীকার করেও এখনো মানুষ এই সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখছেন। গ্রীস্মের প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যেও কাঁঠাল তলির আকাশ ,কৃষ্ণ , রাখালরা হরগৌরী সেজে শহরে এসে নিত্য করছেন। দশ বছরের সুমনের মাথায রয়েছে তেল সিঁদুরে মাখা বেতের তৈরি একটি বস্তু। এটা কে তারা শিব ঠাকুর হিসেবে ফুল মালা তেল তুলসী সিঁদুর পড়িয়ে পুজো করেন। সুমনের হাতে রয়েছে একটি ত্রিশূল। বাড়িতে এলে এটি তুলসী তলায় রেখে তারপর শুরু হয় ঢাকের তালে শিব পার্বতীর নৃত্য। সঙ্গে গান।

শেষে শিঙ্গি ফুঁ দিয়ে ই অনুষ্ঠান শেষ হচ্ছে। এইভাবে প্রতিদিন এক এক পাড়া ধরে তারা চষে বেড়ান। বাজার হাটে ও এইসব নৃত্য দেখাচ্ছেন। কাঁঠালতলী থেকে আসা ঢাকি তপন দাস বলেন চৈত্র মাসের প্রথম থেকে শুরু হয় আমাদের এই পর্ব। শেষ হয় ৩০ চৈত্রের আগের দিন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৯ ◘ সংখ্যা ১৭৯ ◘ ১০ এপ্রিল ২০২৩ ইং ◘ ২৬ চৈত্র ◘ সোমবার ◘ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

বোতলবন্দী জল কতখানি পরিশ্রুত ?

বিশুদ্ধ জলের অভাবেই বহু মানুষ পেটের রোগে ভোগেন। সেই সঙ্গে রহিয়াছে জলবাহিত অন্যান্য রোগের সমস্যা। আজকাল ব্যাঙের ছাতার মতো গজাইয়া উঠিয়াছে পানীয় জলের ব্যবসা। জারের জল খাওয়া বহু মানুষের ফ্যাশন। পরিষ্কার জল হিসাবে এগুলি সন্দেহের ঊর্ধর্ব নয়।পরিস্রুত পানীয় জলের অভাব পূরণে সরকার মন দিলে মানুষ উপকৃত হইবেন। প্রত্যেক মানুষের কাছে যাহাতে পরিষ্কার ও পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছাইতে পারে, সেটা সরকারকেই নিশ্চিত করিতে হইবে। কারণ, মানুষের সুস্থ ও ভাল থাকিবার জন্য সেটা জরুরি। ত্রিপুরা একটি পাহাড় ঘেরা পার্বত্য রাজ্য। শুখা মরশুমে এই রাজ্যে পানীয় জলের সংকট প্রতি বছরের চরম আকার ধারণ করে। শুধু পাহাড়ি এলাকাতেই নয় সমতল এবং শহর এলাকাতেও পানীয় জলের সংকট রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুত পানীয় জল প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেও সেইগুলির সঠিক বাস্তবায়ন নিয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে। পাহাড় বেষ্টিত রাজ্যকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করিয়া থাকে। সেই টাকার সঠিক বাস্তবায়ন হইলে সমস্যা এতটা জটিল আকার ধারণ করিত না। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য জাহাজের উপর দায়িত্ব অর্পিত রয়ে আছে তাহাদের দুর্নীতি এবং কর্তব্য জ্ঞান হীনতার কারণেই ত্রিপুরার পানীয় জলের সমস্যা এখনো বহাল রহিয়াছে। পাহাড়ি এলাকায় পানীয় জলের উৎস সন্ধানের জন্য প্রতিবছর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইলেও তাহা রক্ষণাবেক্ষণ করিবার সঠিক পদক্ষেপ নাই। পানীয় জলের উৎস গুলি বিকল হইয়া পড়িবে সঠিক সময়ে সেগুলোকে মেরামতি করিবার কিংবা তদারকি করিবার প্রয়োজন বোধ করেন না প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা। পাহাড়ি অঞ্চলের যেসব স্থানে এখনো পরিশ্রুত পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা যায় নাই ওইসব এলাকার মানুষ ছড়া নালা ইত্যাদির অপরিশ্রুত জল পান করিয়া তৃষ্ণা মিটাইতে বাধ্য হইতেছেন। আর ওই সব অপ প্রতিশ্রুত পানীয় জল পান করিয়া বিশেষ করিয়া গিরিবাসীরা নানা জল বাহিত রোগে আক্রান্ত হইতেছেন। বিষয়টি খুবই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী। এদিকে শহর ও সমতল এলাকার অনেকেই বর্তমানে যার বা বোতলজাত পানীয় ব্যবহার করিতে শুরু করিয়াছেন। জীবন ধারণের ক্ষেত্রে এটি রীতিমতো ফ্যাশানে পরিণত হইয়াছে। চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়া রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ব্যাংকের ছাতার মত জল উৎপাদনকারী বিভিন্ন কোম্পানি গড়িয়া উঠিয়াছে। খোঁজখবর নিলে দেখা যায় কিছু কিছু জল উৎপাদনকারী সংস্থার প্রয়োজনীয় সরকারি অনুমোদন নাই। তাহারা বেআইনিভাবে নিয়ম নীতি না মানিয়া জল বোতলজাত এবং জারজাতকরিয়া বাজারজাত করিতেছে। এইসব জলের গুণগত মান কতটা সঠিক তাহা যথাসময়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবার তেমন কোনো তৎপরতা প্রশাসনের তরফ হইতে পরিলক্ষিত হইতেছে না। কালে ভদ্রে দপ্তরের অস্তিত্বের প্রমাণ জনসমক্ষে তুলিয়া ধরিবার জন্য বিভিন্ন জল উৎপাদনকারী সংস্থায় হানা দেওয়া হইতেছে। এই ধরনের নামকা ওয়াস্তে হানাদারি বাস্তব সমস্যা সমাধানে কোনদিনই সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে না। ব্যাঙের ছাতার মতো গজাইয়া ওঠা অবৈধ জল উৎপাদনকারী সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যতায় সমতল এবং পাহাড়ে অপ্রতিশ্রুত পানীয় জলে জলবাহিত রোগের পরিমাণ আরো বাড়িয়া যাইবে। আর এজন্য প্রশাসনকেই দায়ী থাকিতে হইবে।

চিকিৎসায় গাফিলতিতে রোগীমৃত্যুর অভিযোগে এম আর বাঙুর হাসপাতালে উত্তেজনা

কলকাতা, ৯ এপ্রিল(হি.স.) : চিকিৎসায় গাফিলতিতে রোগী মৃত্যুর অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হল এম আর বাঙুর হাসপাতাল। এম আর বাঙুর হাসপাতালে চিকিৎসা চলা কালে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট এক তরুণের মৃত্যুতে রবিবার রোগীর পরিবার পরিজনেরা হাসপাতালে তাণ্ডব চালায় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়া এখনও মেলেনি।

জানা গেছে, মঙ্গলবার বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হাসপাতালে আনা হয় কসবার বাসিন্দা আমন সাউকে। হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসা চলছিল আমনের। রবিবার সকালে বছর কুড়ির ওই তরুণকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা।

মৃত্যুর খবর পেয়েই হাসপাতালে আসেন মৃতের বাড়ির লোকজন। তারপর হাসপাতালে তাণ্ডব চালায়। এমনকি চিকিৎসকদেরও হেনস্তা করে বলে অভিযোগ। পুলিশ এসে তাদের আটক করে। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

দণ্ডি বিতর্ক! দক্ষিণ দিনাজপুর তৃণমূল মহিলা সভাপতি পদ থেকে সরানো হল প্রদীপ্তাকে

বালুরঘাট ৯ এপ্রিল(হি.স.) : শুক্রবার বালুরঘাটে দণ্ডি-বিতর্কের আঁচ রবিবারও। এই ঘটনার পরই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মহিলা প্রেসিডেন্ট হিসাবে নিযুক্ত করা হল স্নেহলতা হেমব্রমকে। সরানো হল তৃণমূল জেলা সভানেত্রী প্রদীপ্তা চক্রবর্তীকে।

বৃহস্পতিবার বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন কয়েকশ তৃণমূল কর্মী। তারপর দেখা যায় গেরুয়া শিবিরে শামিল হওয়াদের মধ্যে চার জন শুক্রবার তৃণমূলে ফিরলেন। শুধু ফিরলেন না। প্রায়শ্চিত্ত করতে দণ্ডি কাটলেন বালুরঘাট শহরের রাস্তায়। যা নিয়ে বিতর্কের ঝড় ওঠে। বিজেপির দাবি, আদিবাসী মহিলাদের সঙ্গে এই মধ্যযুগীয় বর্বরতা করেছে তৃণমূল। পাল্টা শাসকদলের বক্তব্য, ওঁরা স্বেচ্ছাতেই এভাবে প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছেন! শুধু বিজেপি নয়, বিষয়টিকে মানবাধিকার লঙ্ঘন উল্লেখ করে সরব হয় রাজ্যের অন্যদলগুলিও। এরপরই রবিবার সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে দক্ষিণ দিনাজপুর তৃণমূল মহিলা সভাপতি পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় প্রদীপ্তা চক্রবর্তীকে। সেখানেই বলা হয় দক্ষিণ দিনাজপুর সাংগঠনিক জেলার মহিলা প্রেসিডেন্ট পদ সামলাবেন স্নেহলতা হেমব্রম। দণ্ডি বিতর্কের পরই দলের তরফে এই নির্দেশ সামনে এসেছে।

পরিষেবা দিতে সাইকেলে চেপে মানুষের দুয়ারে পৌঁছালেন কুলতুলির বিডিও

কুলতলি, ৯ এপ্রিল (হি. স.) : এলাকার মানুষের কাছে দুয়ারে সরকারের সুফল পৌঁছে দিতে সাইকেলে সওয়ারী হলেন কুলতুলির বিডিও বীরেন্দ্র অধিকারী । সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চল যেখানে গাড়ি যায় না সেখানে পায়ে হেঁটে বা সাইকেলে চেপে মানুষের দুয়ারে পৌঁছালেন তিনি । সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন সরকারী প্রকল্প সম্পর্কে বোঝানোর পাশাপাশি যারা এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারী প্রকল্পের সুবিধা নেননি তাদের হাতে নিজেই তুলে দিলেন ফর্ম । প্রয়োজনীয় নথি সহ এই ফর্ম জমা করার কথা জনে জনে বলেছেন তিনি । কুলতুলি ব্লকের দেউলবাড়ি দেবীপুর গ্রামের দেউলবাড়ি গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় সাইকেল নিয়ে ঘুরতে দেখা গেল তাকে । প্রত্যন্ত সুন্দরবনের এই গ্রামে এর আগে কোনওদিন কোনো বিডিও আসেননি । এলাকার বেশীরভাগ মানুষ নদী থেকে মাছ ও কাঁকড়া সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে ।

হাইড্রোজেনের সাতকাহন

কাজী আকাশ

মহাবিশ্বে সবচেয়ে বেশি যে মৌলটি পাওয়া যায়, তার নাম হাইড্রোজেন। গ্রিক শব্দ হাইড্রো এবং জিন থেকে হাইড্রোজেন শব্দের উৎপত্তি। হাইড্রো অর্থ জল, আর জিন মানে উৎপাদক বা সৃষ্টিকারী। অর্থাৎ, হাইড্রোজেন শব্দের মানে পানি সৃষ্টিকারী। এটিই পর্যায় সারণির প্রথম মৌল। পারমাণবিক সংখ্যা ১। প্রতীক । যুক্তরাষ্ট্রের নিউ মেক্সিকোর লস অ্যালোমস ন্যাশনাল ল্যাবরেটরির মতে, মহাবিশ্বে যত পরমাণু আছে, তার ৯০ শতাংশেরও বেশি হাইড্রোজেন। ভরের হিসেবে এটি মহাবিশ্বের মোট ভরের চার ভাগের এক ভাগ।

যুক্তরাজ্যের রয়্যাল সোসাইটি অব কেমিস্ট্রির মতে, হাইড্রোজেন জীবনের জন্য অপরিহার্য। প্রায় সব জীবিত বস্তুর মধ্যেই আছে হাইড্রোজেনের উপস্থিতি। নক্ষত্রের মধ্যেও এ মৌলটির প্রভাব আছে। নক্ষত্রের ভেতরে প্রোটন-প্রোটন বিক্রিয়া ঘটে এবং কার্বন-নাইট্রোজেন চক্রের মাধ্যমে শক্তি উৎপাদিত হয়। হাইড্রোজেনের ফিউশন বিক্রিয়ায় দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু জোড় বেঁধে হিলিয়াম গঠন করে। এ সময় মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে প্রচুর শক্তি। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন নেই। হাইড্রোজেন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যাকর্ষণের প্রভাবে বায়ুমণ্ডলে হারিয়ে যায়। আমাদের গ্রহে হাইড্রোজেন প্রধানত অক্সিজেন ও জলের পাশাপাশি জীবন্ত উদ্ভিদ, পেট্রোলিয়াম এবং কয়লার মতো জৈব পদার্থের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়।

একনজরে হাইড্রোজেন

মানুষের পক্ষে প্রথম হাইড্রোজেন তৈরির রেকর্ড বহু পুরনো। ১৫ শতকের প্রথমার্ধে সুইডিশ বিজ্ঞানী থিওফ্রাসটাস প্যারাসেলসাস প্রথম হাইড্রোজেন আবিষ্কার করেন। তিনি সালফিউরিক এসিডের মধ্যে আয়রন বা লোহা দ্রবীভূত করে দেখেন, একটা গ্যাস বের হচ্ছে। এই পরীক্ষার পর তিনি বলেন, 'দমকা হাওয়ার মতো বাতাস বেরিয়ে আসে।' তবে তিনি হাইড্রোজেনের কোনো বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করতে পারেননি।

এরপর কেটে গেছে প্রায় দেড়শ বছর। হাইড্রোজেন নিয়ে আর কারও কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা এ সময়ের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। ১৬৫০ সালে জেনেভার বিজ্ঞানী টারকুয়ে দে মেয়ার প্যারাসেলসাসের পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। তিনি আবিষ্কার করেন, হাইড্রোজেন দাহ্য।

প্যারাসেলসাস বা দে মেয়ার কেউই হাইড্রোজেনকে একটি নতুন মৌল বা উপাদান হিসাবে চিহ্নিত করতে পারেননি। আসলে প্যারাসেলসাস বিশ্বাস করতেন, পৃথিবীতে মাত্র তিনটি উপাদান আছে। লবন, সালফার ও পারদ। এ ছাড়া অন্যান্য যে মৌল পাওয়া যায়, তার সবই এই তিন উপাদানের মিশ্রণের।

১৬৭১ সাল। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী রবার্ট বয়েল লোহার সঙ্গে অ্যাসিড নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন। তিনি দেখতে পান, হাইড্রোজেন শুধু বাতাসের সংস্পর্শে জ্বলে ওঠে। (বাতাস বলতে এখানে অক্সিজেনের কথা বলা হয়েছে)। তবে তিনিও একে মৌল হিসেবে চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হন। গবেষকেরা হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছেন। এ প্রযুক্তির সাহায্যে হাইড্রোজেন গ্যাসকে দূষণমুক্ত শক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহার করে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করা হবে।

১৭৬৬ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী হেনরি ক্যাভেন্ডিসের হাত ধরে হাইড্রোজেন স্বতন্ত্র মৌল হিসাবে স্বীকৃতি পায়। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে জিঙ্ক বা দস্তার বিক্রিয়া করিয়ে হাইড্রোজেন আবিষ্কার করেন হেনরি। তিনি এটাও লক্ষ্য করেছিলেন যে হাইড্রোজেনকে পোড়ালে পানি উৎপাদন হয়।

১৭৮৩ সালে ফরাসি রসায়নবিদ অ্যান্টোনি ল্যাভয়সিয়ে (আসলে ওনার নাম, আঁতোয়ান লাভোয়াজিয়ে) প্রথম হাইড্রোজেনের নামকরণ করেন। নামটি কীভাবে এলো, অর্থাৎ কোন শব্দ থেকে এলো তা ওপরে ইতিমধ্যে জানিয়েছি। ১৮০৬ সালের কথা। হাইড্রোজেন ততদিনে একটি স্বতন্ত্র মৌল হিসাবে স্বীকৃতি পেয়ে গেছে। এরকম সময়ে ব্রিটিশ রসায়নবিদ হামফ্রে ডেভি বিশুদ্ধ পানির মধ্যে শক্তিশালী বিদ্যুৎ প্রবাহ চালালেন। দেখলেন, পানি থেকে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন উৎপাদন হয়েছে। এ পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা যায়, বিদ্যুৎ কোনো যৌগ থেকে মৌলকে আলাদা করতে পারে। ডেভি বুঝতে পেরেছিলেন, পদার্থগুলো একটি বৈদ্যুতিক কারণে একত্রে আবদ্ধ ছিল। তিনি রাসায়নিক বন্ধনের প্রকৃত রহস্য আবিষ্কার করেছিলেন।

হাইড্রোজেনের তিনটি সাধারণ আইসোটোপ আছে। প্রোটিয়াম, ডিউটেরিয়াম ও ট্রিটিয়াম। প্রোটিয়াম-ই সবচেয়ে প্রচলিত, সাধারণ হাইড্রোজেন। এর নিউক্লিয়াসে শুধু একটি প্রোটন আছে। ডিউটেরিয়াম একটি স্থিতিশীল আইসোটোপ। এর নিউক্লিয়াসে একটি প্রোটন ও একটি নিউট্রন আছে। ১৯৩২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের পদার্থবিদ হ্যারল্ড ইউরি (ছথন্দ্রনত্ম ডজ্ত্রা) এটি আবিষ্কার করেন। ট্রিটিয়াম একটি অস্থিতিশীল আইসোটোপ। নিউজিল্যান্ডের পদার্থবিদ আর্নেস্ট রাদারফোর্ড এবং অস্ট্রেলিয়ান দুই পদার্থবিদ মার্কাস লরেন্স ও পল কার্ল মারিয়া ১৯৩৪ সালে ট্রিটিয়াম আবিষ্কার করেন। ট্রিটিয়ামের নিউক্লিয়াসে একটি প্রোটন ও দুটি নিউট্রন আছে। অর্থাৎ, হাইড্রোজেনের আইসোটোপগুলোর মধ্যে পার্থক্য শুধু নিউট্রনে। সেজন্যই এদের আইসোটোপ বলে (আইসোটোপ মানে সমপ্রোটিন বিশিষ্ট)। হাইড্রোজেনের (মানে প্রোটিয়ামের) নিজস্ব কোনো নিউট্রন না থাকলেও ডিউটেরিয়ামে একটি ও ট্রিটিয়ামে দুটি আছে। পারমাণবিক চুল্লিতে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয় ডিউটেরিয়াম ও ট্রিটিয়াম।

হাইড্রোজেন অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে মিলে অনেকগুলো যৌগ তৈরি করতে পারে। যেমন পানি (H_2O), অ্যামোনিয়া (NH_3), মিথেন (CH_4), চিনি ($C_{12}H_{22}O_{11}$), হাইড্রোজেন পারক্সাইড (H_2O_2), হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCl) ইত্যাদি। অ্যামোনিয়া তৈরিতে ব্যবহৃত হয় হাইড্রোজেন। নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন বিক্রিয়া করে সার উৎপাদন করে, কৃষকেরা এটি ব্যবহার করেন। হাইড্রোজেনের আরও নানা ধরনের ব্যবহার আছে। রকেটের জ্বালানি, ধাতব আকরিক হ্রাস করা কিংবা গ্যাস বেলুনও হাইড্রোজেন দিয়ে ফুলানো হয়। যদিও হাইড্রোজেন দিয়ে গ্যাস বেলুন ফোলানো উচিত নয়। যেকোনো সময় দূর্ঘটনা ঘটতে পারে। গবেষকেরা হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছেন। এ প্রযুক্তির সাহায্যে হাইড্রোজেন গ্যাসকে দূষণমুক্ত শক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহার করে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন করা হবে। এই শক্তি গাড়ি বা অন্যান্য যানবাহনের জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করা যাবে।

মহাবিশ্ব কি এবার সম্প্রসারিত হচ্ছে

দিলীপ পাল

ষাটের দশকের মাঝামাঝি মৃত্যুপথযাত্রী এক গবেষক কেমব্রিজ থেকে লন্ডনের পথে পাবাড়ি়য়েছিলেন গাণিতিক পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের বক্তৃতা শুনতে। বক্তা লন্ডনের বির্কবেক কলেজের অধ্যাপক। তিনি বলবেন মহাশূন্যের আশ্চর্য কৌতুলের বিষয় 'ব্লাক হোল' নিয়ে। কেমব্রিজের এই গবেষক দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ভবিষ্যৎ তার সামনে অনিশ্চিত। তবুও নবপরিণীতা স্ত্রী জেন- এর উৎসাহে লন্ডনে এসে পৌঁছলেন তিনি। উদ্দেশ্য, বক্তৃতার বিষয় থেকে তিনি ঠিক করবেন তীর ভবিষ্যৎ গবেষণার ক্ষেত্রটি। মাত্র কয়েক ঘণ্টার বক্তৃতা। ব্লাক হোল বা নক্ষত্রের মৃত্যু নিয়ে এই বক্তৃতা ভীষণ ভালো লেগে যায় গবেষকের। লন্ডনে বসেই তিনি ঠিক করে ফেলেন তার পরবতী গবেষণার বিষয়। ব্যাক হোল নয়, মহাবিশ্বের জন্ম। গবেষকের নাম স্টিফেন উইলিয়ম হকিং।

লন্ডনের সেই অধ্যাপকটির নাম রজার পেনরোজ। বিগত কয়েক বছর আগেই তিনি ঘুরে গিয়েছেন কলকাতায়। সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়র ফিজিক্স ও সতেন্দ্রাথ বোস ন্যাশনাল সেন্টার ফর বেসিক সায়েলেস-এর আমন্ত্রণেই তার কলকাতা সফর। পেনরোজ বজুতা দিলেন অনেকটা সময় জুড়ে। ঘুরেফিরে সেই ব্লাক হোল। চন্দ্রশেখর এডিংটন, থর্ন এই আলোচনা এলে মেলেনি মহাবিশ্বের উদ্ভব, নক্ষত্রের মৃত্যু, প্রচুর পরিমাণ পদার্থের একটি বিন্দুতে পুঞ্জীভূত হওয়া ব্ল্যাক হোলের সিঙ্গুলারিটি নিয়ে দীর্ঘ বক্তৃতার শেষে কলকাতার উৎসাহী মানুষদের কাছে পেনরোজ ছুড়ে দিয়ে গেলেন মহাকাশ তত্ত্বের সেই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি, মহাবিশ্ব কিনত সম্প্রসারিত হচ্ছে?

এই ব্রহ্মাণ্ড কীভাবে সৃষ্টি হয়েছিল? বাস্তবিকই, , তা আমরা জানি না। আমরা ধরে নিই, সৃষ্টি একদিন না একদিন হয়েছে। আমাদের এই অনুমান দেশ, কাল এবং বস্তুর সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। বিজ্ঞানীরা বললেন, সৃষ্টির সেই লগ্নে, আজ থেকে কয়েকশো কোটি বছর আগে বিশ্বের সমস্ত বস্তুই ছিল অত্যন্ত ঘনসংবদ্ধ অবস্থায়। তারপর, কোনও এক সময় ঘটে গেল প্রলংকর এক বিস্ফোরণ। সেই প্রবল বিস্ফোরণের ধাক্কায় ছিটকে পড়া বস্তুখণ্ডগুলি যে বেগ অর্জন করেছিল তা আজও নিঃশেক হয়ে যায়নি নক্ষত্র নীহারিকার দল আজও তীব্র বেগে ছিটকে সরে যাচ্ছে বিস্ফোরণের সেই কেন্দ্র থেকে। মহাবিশ্বের জন্ম, যার মূলে আছে সেই "বিগ ব্যাং থিয়োরি"- কেবলমাত্র কলনানির্ভর নয়। এইরকম একটি তত প্রণয়নের পিছনে রয়েছে অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক কারণ। পর্যবেক্ষণ লব্ধ কিছু তথ্য যেন প্রায় অনিবার্ধভাবেই সমর্থন করে মহাবিস্ফোরণ তনুকে। যেমন, দূরবর্তী নক্ষত্রগুলির আলোক বর্ণালীর লোহিত সরণ। গতিশীল কোনও উৎস পরিবর্তনকে বলা হয় ''ডপলার এফেক্ট' শব্দ তরঙ্গের ক্ষেত্রেও একই ধরনের (কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা লক্ষ করা যায়। যে কোনও রেল স্টেশনে দাঁড়িয়ে এগিয়ে আসা এবং স্টেশন ছেড়ে এগিয়ে যাওয়া ট্রেনের আমরা। এটি মূলতত্ত ঘটে কম্পন সং' তারতম্যের জন্য। একইভাবে, কোনও আলোক উৎস, ধরা যাক, একটি নক্ষত্র, যখন আমাদের থেকে দূরে সরে যায়, তখন তা য় এইরকম সরণ ধরা পড়লেই স্থির নিশ্চিত হয়ে যান, তারাটি দ্রুতগতিতে আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

নক্ষত্রদের বর্ণালী বিশ্লেষণে শুধু লোহিত সরণই ধরা পড়েনি, বিজ্ঞানীরা দেখলেন, যে নক্ষত্র যত দূরের, অর্থাৎ আমাদের থেকে যত বেশি দূরে, সে তত দ্রুতগতিতে আমাদের থেকে ছিটকে দূরে সরে যাচ্ছে। নকষত্রগুলির এই সরণের পিছনে কাজ করে সেই ''বিগ ব্যাং থিয়োরি। বিস্ফোরণলব্ধ বেগ আজও নক্ষত্রগুলিকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। আদিতে যে নক্ষত্র বা নীহারিকা যত বেশি পরিমাণে ধাককা খেয়েছিল, তারা তত বেশি দূরে সরে যাচ্ছে। এরকম মনে করার কোনও কারণ নেই যে (কোনও নক্ষত্র ক্রমশ দূরবর্তী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার গতিবেগ বাড়ে। বরং ঠিক তার উল্টোটাই হওয়া সম্ভব। মূলত এই ধারণার ওপর ভিত্তি করেই জ্যোতিরবিজ্ঞানী হাব্ল একটি সূত্র প্রণয়ন করেছিলেন। কোনও নক্ষত্রের বর্ণালীর লোহিত সরণ পরিমাপ করে এই সুত্রের সাহায্যে ওই নক্ষত্রের অপসারণ বেগ নির্ণয করা সম্ভব। তবে একটা প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসে, বিগ ব্যাং তত্ত্বকে প্রথমেই স্বীকার করে না নিলে বিজ্ঞানীরা কীভাবে বলতে পারেন যে সমস্ত নাহারিকার বর্ণালীর লোহিত সরণ বেশি তারা সত্যি সত্যি বেশি দূরে রয়েছে? তাদের যুক্তিটা কোথায়?

হাব্ল বললেন, যুক্তি অবশ্যই আছে। তাঁর মতে, যে নীহারিকা যত নিস্প্রভ, তার লোহিত সরণও তত বেশি। পেনরোজ বত্রা হকিং, হাব্লের এই মতবাদকে ভিত্তি করে একটা সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্তে আসতে চাইলেন। সিদ্ধান্তটি হল, যে নক্ষত্র যত দূরে থাকে, তাকে ততই নিস্প্রভ দেখায় এবং তার লোহিত সরণও হয় তত বেশি। পর্যবেক্ষণ এবং সিদ্ধান্তের সঙ্গে বিগ ব্যাং তত্ত্বের এ পর্যন্ত কোনও বিরোধ নেই। কিন্তু সমস্যা হল কোয়াসার'কে নিয়ে। কোয়াসার্স্ জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। যদিও দূর মহাকাশের তীব্র বেতার তরঙ্গ বিকিরণের এই উৎসগুলি সম্পর্কে আমাদের জানার পরিধি অত্যন্ত সীমিত। তবুও জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এদের বর্ণালী পরীক্ষা করে দেখেছেন অন্যান্য পরিচিত নীহারিকাগুলির তুলনায় কোয়াসার্স্- এর লোহিতকরণ অনেক বেশি। এই পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য স্বাভাবিকভাবেই মহাবিশ্বের আয়তনকে বাড়িয়ে দেয়। সমস্যা দেখা দিল তখনই, যখন বিজ্ঞানীরা কোয়াসারের উজ্জ্বলতা নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করলেন। হাব্ল-এর সূত্র অনুসরণ করে কোয়াসারগুলির যে দূরত্ব পাওয়া যায়, সেই দূরত্ব সত্যি হলে, ধরে নিতে হবে কোয়াসারগুলির বিকিরণের পরিমাণ এক একটি নীহারিকার সমান। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আজও এমন কোনও ঘটনার হদিশ পাননি, যেখানে একটি তারার বিকিরণ একটি নীরাহিকার সমান হতে পারে।

পেনরোজ বললেন, হাব্ল-এর সূত্রের সাহায্যে কোয়াসারের বর্ণালীর লোহিত সরণ থেকে তার দূরত্ব নির্ণয়ের প্রক্রিয়াটি ঠিক হয়। হাব্ল-এর এই সূত্র সর্বজনীন সত্য নয়, যদি তাই হয়, তাহলে মহাবিশ্বের বর্তমান চেহারা এবং নীহারিকা সমূহের গতিবেক সম্পর্কে আমাদের ধারণাতেও ভুল আছে। অর্থাৎ বিস্ফোরণের ফলেই যে মহাবিশ্বের জন্ম হয়েছিল এবং সেই বিস্ফোরণের পর নাহারিকাপুঞ্জ তীব্র গতিতে কেন্দ্র থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে- এসব তথ্য আর গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। বরং বলা যায়, কোনও নক্ষত্রের বিকিরণের লোহিত সরণ থাকা মানেই সেই নক্ষত্রটি আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে একথাটি সত্যি নাও হতে পারে। নাহলে লোহিত সরণ? এখানেও কি ভুল আছে? আপেক্ষিকতাবাদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আইনস্টাইন বলেছিলেন, মহাকর্ষজ লোহিত সরণের কথা। যখন কোনও একটি ফোটন প্রচণ্ড শক্তিশালী কোনও মহাকর্ষ ক্ষেত্রের প্রভাব অতিক্রম করে বেরিয়ে আসতে চায়, তখন সেই ফোটনটির কিছু পরিমাণ শক্তির হ্রাস ঘটে। ফোটনের শক্তি তার কম্পন সংখ্যার সঙ্গে সমানুপাতিক হওয়ায় মহাকর্ষজ ক্ষেত্র অতিক্রম করতে ফোটনটির কম্পন সংখ্যাও হ্রাস পায়। সুতরাং যদি আমরা তা অনুমান করে নিই যে কোয়াসারগুলির দূরত্ব হাব্ল-এর সূত্রের সাহায্য নিয়ে যা অনুমান করা হয়েছিলস, তার থেকে অনেক কম কিনচু তাদের ভর অনেক বেশি, তাহলে তাদের বিকিরণ তীব্রতা যাই হোক, অস্বাভাবিক লোহিত সরণ সম্ভব হতেও পারে। কিন্তু মহাকর্ষ ক্ষেত্রই যদি লোহিত সরণের মূল কারণ হয়, তাহলে নিস্প্রভ নীহারিকার বর্ণালীতে অপেক্ষাকৃত বেশি লোহিত সরণ লক্ষ করা যায় কেন? আসলে, নীহারিকাগুলির নিস্প্রভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভর বেড়ে যায় এরকম ভাবার কোনও কারণ নেই। বরং অন্যান্য পদ্ধতির সাহায্যে কোনও কোনোও নীহারিকার দূরত্ব নির্ণয় করে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মনে হয়েছে, নীহারিকার দূরত্বের সঙ্গেই নিস্প্রভতার সম্পর্ক থাকা সম্ভব। তাহলে কোথাও যে বুল হচ্ছে এটা আপাতত পরিষ্কার হয়ে যায়। কিন্তু ভুলটা কোথায়? এই আপাত স্ববিরোধের ব্যাখ্যা কী হতে পারে?

আসলে পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যসমূহের প্রচলিত পদার্থবিদ্যার আলোকে ব্যাখ্যা করতে গিয়েই সমস্যা দেখা দিয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অনুমান, প্রচলিত তত্ত্বের সাহায্যে সমস্ত তথ্যের ব্যাখ্যা সরলীকৃত রূপ পায় না। এবং এই সূত্রেই স্বাভাবিক নিয়মেই মহাবিশ্ব সম্পর্কে নতুন এখ দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এর ফলশ্রুতিতেই জন্ম নেবে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত সমস্ত বৈজ্ঞানিক নীতির সত্যতাকে অভিক্রম করে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের বিশ্বজনীন বৈজ্ঞানিক নীতি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায় অনেক বৈজ্ঞানিক নীতিই। বাস্তবিক পক্ষে, বৈজ্ঞানিক নিয়ম যদি সময়-নির্ভর হয়, নির্ভরতার নিয়মটা না জানতে পারলে জ্যোনির্বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। যেহেতু মানুষ এবং সেই সঙ্গে মানুষের সৃষ্ট বিজ্ঞানের ইতিহাস বিশ্ব সৃষ্টির পটভূমিকায় বিচার করলে নেহাতই ক্ষণস্থায়ী ঘটনা মাত্র, সেহেতু মানুষের আবিষ্কৃত যে কোনও প্রাকৃতির নীতিই অসম্পূর্ণ হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। সম্প্রসারণশীল বিশ্বের তত্ত্ব সম্পর্কে যাবতীয় সমস্যা আজ অনেক বিজ্ঞানীকেই এইরকম একটা অবস্থার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এটাই হওয়া স্বাভাবিক ছিল, কারণ কোনও বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ তথ্যের অভাব থাকলে জানার পরিধি বেড়েই চলে। বিজ্ঞানে এ সমস্যা নতুন কিছু নয়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্র যতই প্রসারিত হবে, ততই বাড়বে আমাদের জ্ঞানের পরিধি।

তখন আমাদের আজরে আবিষ্কৃত তথ্য কালকের নতুন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ভুল বা অসম্পূর্ণ বলে প্রমাণিত হতে পারে। কোয়াসারের আবিষ্কার তাকি বিজ্ঞানকে এগিয়ে দিয়েছে আরও এক ধাপ। পদার্থ বিজ্ঞানীরা এখন ভাবছেন নক্ষত্র সমূহের বর্ণালীর লোহিত সরণ কি ডপলার নির্দেশিত কারণেই কারণেই ঘটেছে নাকি এর প্রেক্ষিতে আছে অন্য কোনও গৃঢ রহস্য? যে সব নক্ষত্র যত দূরে তাদের লোহিত সরণ ততই বেশি এই তথ্য মেনে নিলে নানান ব্যাখ্যা চলে আসে। জ্যোতিজ্ঞানীদের অনুমান, যে নক্ষত্রটির আলো আজ এই মাত্র পৃথিবীতে এসে পৌঁছল, তার যাত্রা শুরু হয়েছিল কোনও সুদূর অতীতে। এক লক্ষ আলোকবর্ষ দূরের যে নক্ষত্রের আলো এখন পৃথিবী থেকে আমরা দেখছি, সেই আলো তার যাত্রা শুরু করেছিল আজ থেকে ১ লক্ষ বছর আগে। লক্ষ কোটি বছরের এই যে সুদীর্ঘ সময়, এর মধ্যে অতি মন্থর গতিতে বিশ্ব প্রবকগুলির মান বদলে যেতেই পারে। যেমন ধরা যাক, প্রারেধ্রবকটির কথা। সাধারণ এই প্রবকটিকে চিহ্নিত করা হয় অক্ষর দিয়ে। যখন কোনও পরমাণু আলো বিকিরণ করে, তখন ওই আলোর কম্পন সংখ্যা নির্ভর করে পরমাণুটির অভ্যন্তরে ঘূর্ণায়মান (কোনও একটি ইলেকট্রনের শক্তি পরিবর্তনের ওপর। ইলেকট্রনটি যখন একটি উচ্চতর শক্তির কক্ষ থেকে নিম্নতর শক্তির কক্ষে অবতরণ করে, তখন ওই দুটি কক্ষের শক্তির যে পার্থক্য, সেই পরিমাণ শক্তি ছাড়া আলোর একটি ফোটন রূপে। এই ফোটনের শক্তির সঙ্গে আলোর কম্পন সংখ্যার একটি সম্পর্ক আছে। সম্পর্কটা হল E-hs, যাকে বলা হয় প্রাঙ্কের সমীকরণ। E হল ফোটনের শক্তি,৮ হল তার কম্পন সংখ্যা এবং h। হল প্লাঙ্কের ধ্রুনক। ধ্রুবক মানে তার মান বদলায় না। তার মান নিত্য বা স্থির। সবসময় সব জায়গাতেই অপরিবর্তিত থাকে। এ পর্যন্ত পরীক্ষাগারে সীমিত গণ্ডির মধ্যে এবং বিজ্ঞানের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রাঙ্কের ধ্রুবকের মান পরিবর্তিত হয়েছে বা হতে পারে, এমন কথা মনে করার কোনও কারণ এ পর্যন্ত ঘটেনি, কিন্ত নক্ষত্রের বর্ণালীর লোহিত সরণের ব্যাপারটা অনেক বিজ্ঞানীকে এরকম ভাবনার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। মনে করুন, আজ থেকে এক লক্ষ বছর আগের পঙ্কের প্রবকেরমান কিছু যদি ভিন্ন হয়ে থাকে, দরুন আজকের থেকে কিছু বেশি, তাহলে তখন প্রতিটি পরমাণুর প্রতিটি বর্ণালীর কম্পন সংখ্যা আজকের থেকে নিশ্চয়ই কম ছিল। ফলে, প্লাঙ্কের বর্ণালীর এই যে সময় নির্ভরতা, এ ব্যাপারটা যদি আমাদের না জানা থাকে, তাহলে কয়েক কোটি আলোকবর্ষ থেকে কোনও নক্ষত্রের আলো যখন পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় তখন তার বহন করে আনা অতীতের বার্তা আমাদের কাছে বোধগম্য হয় না এবং যেহেতু আমরা অতীতের সেই বিকিরণকে বর্তমানে তনু দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চাই, তখন আমরা আলোর কম্পন সংখ্যার এই গরমিলকে বলি ডপলার এফেন্ট বা লোহিত সরণ। এর পিছনেও কারণ রয়েছে। কারণটা আর কিছুই নয়, আমরা ধরে নিই যে সেই সুদূর অতীতে ওই নক্ষত্রলোকে যদি আলোর কম্পন সংখ্যা পরিমাপ করা থাকত তননের্দিষ্ট মৌলের ক্ষেত্রে যে বিকিরণ বর্ণালী দেখা যেত, আমরা তখনও তাই দেখতাম অর্থাৎ আমাদের কাছে নক্ষত্রটির বর্ণালী নিস্প্রভতা এটাই প্রমাণ করে যে, নক্ষত্রটি আমাদের কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। বস্তুত যে নক্ষত্র যত দূরে হবে তার আসবে আমাদের কাছে এবং হাব্ল-এর সূত্রকে সত্যি বলে ধরে নিলে, স্পষ্টতই সময়ের সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্লাঙ্কের প্রবকের মান অতি মন্থর গতিতে হাস পায় এবং এটি ঘটে যায় সমহারে। এর ফলে ব্রহ্মাণ্ডের কোনও একটি বিন্দু থেকে মহাবিশ্বের দিকে তাকালে মনে হবে না সেখানে সত্যিই কোনও সম্প্রসারণ ঘটছে। সমস্ত নক্ষত্র নীহারিকাগুলির বর্ণালীর লোহিত সরণকে আমরা যদি অবদূরমান বস্তুর ডপলার প্রতিক্রিয়া বলে ধারণা করে নিই, তবে সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের ধারণা বাতিল করে স্থির বিশ্বের ছবিই আমাদের মেনে নিতে হবে।তবে হকিংয়ের বক্তব্য অনুযায়ী, বিজ্ঞানের নীতিগুলি অতি মন্থর গতিতে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায়। হয়ত হকিংই ঠিক। হয়ত এই পরিবর্তনশীলতার স্থানে জড়িত স্থান-ও। অতএব, তাই মহাবিশ্বের সম্প্রসারণশীলতার সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানতে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে আরও কিছুদিন, আরও কিছুকাল।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

নবান্নের চিঠি

প্রায় ১২০ ঘণ্টা পরে পুরুলিয়ায় উঠল কুড়মিদের অবরোধ

পুরুলিয়া, ৯ এপ্রিল (হি. স.) : নবান্নের থেকে চিঠি পাওয়ার পর প্রায় ১২০ ঘণ্টা পরে পুরুলিয়ার কুস্তাউরে উঠল কুড়মিদের অবরোধ। তবে পশ্চিম মেদিনীপুরের খেমাশুলিতে এখনও অবরোধ চলছে। সেখানকার নেতৃত্ব জানাচ্ছেন, তাঁদের কাছে এখনও কোনও নির্দেশিকা আসেনি, তাই অবরোধ চলবে।

বিগত কয়েক দিন ধরেই কুমড়ি আন্দোলনের জেরে স্তব্ধ হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চল। নবান্নের থেকে চিঠি পাওয়ার পর নিজেদের মধ্যে বৈঠক করে কুড়মি সমাজের পক্ষ থেকে আন্দোলন প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করলেন কুড়মি সমাজের মুখ্য উপদেষ্টা অজিত প্রসাদ মাহাতো। তিনি জানান, প্রচণ্ড গরমে কষ্ট হচ্ছে। পাশাপাশি রেল বন্ধের জন্য সাধারণ মানুষ ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন। তাই সকল সমস্যার কথা ভেবেই অবরোধ তুলে নেওয়া হচ্ছে। যদিও তিনি জানিয়েছেন, প্রশাসনের তরফ থেকে সেভাবে কোনও সহযোগিতা পাননি। তবে অবরোধ উঠলেও আন্দোলন চলবে বলে জানিয়েছে কুড়মিরা। পশ্চিমবঙ্গ কুড়মি সমাজের রাজ্য নেতা রাজেশ মাহাতো রবিবার জানান, 'মানুষের সমস্যা হচ্ছে। কিন্তু কুড়মি সমাজের যে দাবি, সেটা তো পূরণ হচ্ছে না। প্রশাসনের সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে না। তাই আন্দোলন বন্ধ হবে না। প্রয়োজনে আরও জায়গায় অবরোধ শুরু হবে।'

রেল অবরোধ পাঁচদিন ধরে চলছে, ওদিকে জাতীয় সড়কে অবরোধের জেরে ছ'দিন ধরে ব্যহত যান চলাচল। জাতীয় সড়ক ১০০ ঘন্টারও বেশি অবরুদ্ধ হওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন মানুষ। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খেমাশুলির রেল স্টেশন এবং জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধের জেরে সমস্যায় পড়ছেন মানুষজনেরা। ট্রাক চালকেরাও সমস্যার সম্মুখীন। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনায় বসে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চালাচ্ছে জেলা প্রশাসন।

প্রসঙ্গত, শনিবার রাতে পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করেন কুড়মি আন্দোলনের নেতৃত্ব। যদিও আলোচনা করে কোনও সমাধান মেলেনি।

প্রতিদিনই বহু ট্রেন বাতিল করতে হচ্ছে। যার ফলে সমস্যায় পড়ছিলেন যাত্রীরা। পাশাপাশি রেলের তরফে আবেদন জানানো হয়েছিল, রাজ্য সরকার যাতে জিআরপি এবং রাজ্য পুলিশের মাধ্যমে এই অবরোধ তোলার ব্যবস্থা করে।

পাঁচ দিন ভোগান্তির পর অবরোধ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিলেন কুড়মিরা। নবান্নের চিঠি পাওয়ার পরই এই সিদ্ধান্ত। আন্দোলন তোলার জন্য কুড়মিদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিজেপি সর্ব-ভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

দিলীপের শুভেচ্ছা

রবিবার বিজেপি নেতা বলেন, "তাঁরা বুঝেছেন মানুষের কষ্ট হচ্ছে। ওরা বসুন। লেখাপড়া করুন। প্রতিনিধি দল গিয়ে সরকারের সঙ্গে দেখা করুন। গায়ের জোর দেখিয়ে, রাস্তা বন্ধ করলে সকলেরই ক্ষতি। এই রাজ্যে তৃণমূল সরকার রয়েছে। তার রাজত্বেই যত গন্ডগোল। সরকার কোনও কথাই বলে না কারোর সঙ্গে। গোর্খা-রাজবংশী-মতুয়ারা বছরের পর বছর ধরনা দিল ওদের সঙ্গে কোনও আলোচনা করল না। এখন কুড়মিরা আন্দোলন করছেন। এমনকী ডিএ-র জন্য আন্দোলন হচ্ছে। তাদের সঙ্গেও কথা বলছে না। আসলে এই সরকার ভয় পায়।"

প্রসঙ্গত, গত ১ এপ্রিল থেকে পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া সহ বিহার, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা রাজ্যের জঙ্গলমহল এলাকা জুড়ে 'ঘাঘর ঘেরা' নামে, লাগাতার আন্দোলন কর্মসূচির নেওয়া হয়। এর আগেও কুড়মিদের তালিকাভুক্ত করার জন্য বিভিন্ন দাবিতে পুজোর আগে খড়্গপুরের খেমাশুলিতে কেন্দ্র সরকারের অধীনে থাকা রেলপথ আর জাতীয় সড়ক টানা পাঁচ দিন ধরে অবরোধ করেছিলেন। বিশাল প্রভাব পড়েছিল গোটা রাজ্যে।

এপ্রিলেই আরও গরম

কলকাতা, ৯ এপ্রিল(হি.স.) : মার্চ মাসে ঠান্ডায় কিছুটা স্বস্তি ছিল। কিন্তু, এপ্রিল আসতেই রুদ্রমূর্তি নিল আবহাওয়া। গত সাত বছরের মধ্যেই এটাই উষ্ণতম এপ্রিল, জানাচ্ছেন আবাহওয়াবিদরা। ২০১৬ সালের পর এখনও পর্যন্ত চলতি এপ্রিল মাস সবথেকে উষ্ণ। রবিবার পর্যন্ত বিভিন্ন জেলায় রয়েছে তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা।

মার্চে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিপাতের জেরে কলকাতার তাপমাত্রা একধাক্কায় অনেকটাই কমেছিল। কিন্তু, এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে রীতিমতো ভোলবদল আবহাওয়ার। সকাল থেকেই ভ্যাপসা গরমে নাজেহাল সাধারণ মানুষ। দুপুরে রোদের কড়া তেজে বাইরে বার হওয়া 'অসম্ভব'। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, গতকাল কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি এবং রবিবার সকালের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি বেশি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ৮৭ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৩১ শতাংশ।

রবিবার আরও বাড়তে পারে তাপমাত্রার পারদ। এদিন কলকাতার তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। আপাতত কলকাতায় বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই।

মধ্যপ্রদেশে ভারী বৃষ্টির সঙ্গে শিলাবৃষ্টি

ভোপাল, ৯ এপ্রিল(হি.স.) : মধ্যপ্রদেশে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও বেশিরভাগ জেলা এখনও গ্রীষ্মের পুরো তাপ অনুভব করছে না। আবহাওয়ার স্তরে মধ্য মধ্যপ্রদেশ থেকে দক্ষিণ তামিলনাড়ু পর্যন্ত বিস্তৃত একটি ট্রু বা বাতাসের ব্যাঘাত দৃশ্যমান। এর সাথে, একটি ঘূর্ণিঝড় সঞ্চালন দক্ষিণ রাজস্থানের মধ্যাঞ্চলে নিম্ন ট্রপোস্ফিয়ারের স্তরে দৃশ্যমান, যার সরাসরি প্রভাব রয়েছে মধ্যপ্রদেশে, যার কারণে কিছু জায়গায় শিলাবৃষ্টি সহ হালকা বা ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী দুদিন এমনটাই জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

রাজ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় রাজধানী ভোপালে প্রবল বাতাসের সঙ্গে ভারী বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টি হয়েছে। এর পাশাপাশি গুনা, ইন্দোর, বিদিশা, রেওয়া, জবলপুর, উজ্জয়িনী, রাইসেন, শাহদোলে হালকা থেকে ভারী বৃষ্টি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আবহাওয়াবিদ এইচ.এস. পান্ডে বলেন, কেবল মধ্যপ্রদেশেই নয়, বিদর্ভ, ওডিশা, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানা, কেরলের বিচ্ছিন্ন জায়গায়ও প্রবল বাতাসের সাথে বজ্রপাত এবং বজ্রপাতের সম্ভাবনা এখনও থাকবে।

কাটলিছড়ায় নৃশংস খুন করিমগঞ্জের বাসিন্দা

কাটলিছড়া (অসম), ৯ এপ্রিল (হি.স.) : হাইলাকান্দি জেলার অন্তর্গত কাটলিছড়ায় নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে জনৈক ব্যক্তিকে। নিহত ব্যক্তিকে করিমগঞ্জে বাসিন্দা বলে শনাক্ত করা হলেও তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়নি।

জানা গেছে, শনিবার রাত প্রায় ১০.৩০টা নাগাদ কাটলিছড়া থানাধীন গাঞ্জাখাউরি রংপুর চতুর্থ খণ্ড গ্রামে ঘটনাটি সগঠিত হয়েছে। করিমগঞ্জের অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে উপর্যুপরি কুপিয়ে পালিয়ে গেছে দুষ্কৃতকারীরা। হামলার শিকার ব্যক্তির আর্ত চিৎকার শুনে এলাকার মানুষ বের হলে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা।

এদিকে প্রচুর রক্ত ঝরিয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যুবরণ করেন ব্যক্তিটি। ইতিমধ্যে কাটলিছড়া পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করে হাইলাকান্দিতে সন্তোষ কুমার রায় সিভিল হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পাশাপাশি হাইলাকান্দি পুলিশ সুপার নিজে এই হত্যাকাণ্ডের তদারকি করছেন বলে জানা গেছে।

এদিকে বিডিএসএফ-এর সভাপতি আব্দুল আহাদ লস্কর ঘটনা সম্পর্কে জানান, তিনি বিষয়টি সম্পর্কে হাইলাকান্দির পুলিশ সুপারের সঙ্গে কথা বলেছেন।

আজ অরুণাচলে শাহ, উদ্বোধন করবেন "ভাইব্রেন্ট ভিলেজ প্রোগ্রাম" সহ বহু প্রকল্পের

ইটানগর, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : আগামীকাল সোমবার অরুণাচল প্রদেশে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আনজাও জেলার কিবিথু গ্রামে "ভাইব্রেন্ট ভিলেজ প্রোগ্রাম", 'গোল্ডেন জুবিলি বর্ডার ইলুমিনেশন প্রোগ্রাম'-এর অধীনে অরুণাচল প্রদেশ সরকারের নির্মিত নয়টি মাইক্রো হাইডেল প্রকল্প সহ লিকাবালি (অরুণাচল প্রদেশ), চাপরা (বিহার), নুরানাদ (কেরালা) এবং বিশাখাপত্তনমে (অন্ধ্র প্রদেশ) পরিকাঠামো বাড়ানোর জন্য ইন্দো-তিব্বত বর্ডার পুলিশ (আইটিবিপি)-এর বহু প্রকল্প উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

সরকারি বিবৃতি জারি করে এ খবর দিয়ে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ২০২২-২৩ থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের সময়সীমায় সড়ক সংযোগের জন্য ২,৫০০ কোটি টাকা সহ ৪,৮০০ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় উপাদান সমেত "ভাইব্রেন্ট ভিলেজ প্রোগ্রাম" অনুমোদন করেছে ভারত সরকার। এছাড়া 'গোল্ডেন জুবিলি বর্ডার ইলুমিনেশন প্রোগ্রাম'-এর অধীনে নির্মিত মাইক্রো হাইডেল প্রকল্পগুলি সীমান্ত গ্রামে বসবাসকারীদের ক্ষমতায়ন করবে। প্রকল্পগুলি উদ্বোধনের পাশাপাশি কিবিথুতে ইন্দো-তিব্বত বর্ডার পুলিশ-এর কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

"ভাইব্রেন্ট ভিলেজ প্রোগ্রাম" ("ভিভিপি) হল একটি কেন্দ্রীয় প্রকল্প, যার অধীনে অরুণাচল প্রদেশ, সিকিম, উত্তরাখণ্ড ও হিমাচল প্রদেশ এবং লাদাখের উত্তর সীমান্ত ঘেঁষা ১৯টি জেলার ৪৬টি ব্লকের ২,৯৬৭টি গ্রামকে ব্যাপক উন্নয়নের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে।

এর মধ্যে প্রথম দফায় ৬৬২টি গ্রামকে কভারেজের অগ্রাধিকার দিতে চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে অরুণাচল প্রদেশের ৪৫৫টি গ্রাম রয়েছে, যোগ করা হয়েছে বিবৃতিতে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভাইব্রেন্ট ভিলেজ প্রোগ্রামের জন্য চিহ্নিত সীমান্ত গ্রামে বসবাসকারী মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা করবে ভিভিপি। এর মাধ্যমে জনগণকে তাঁদের স্থানীয় অবস্থানে থাকতে উৎসাহিত করবে। ফলে ওই গ্রামগুলি থেকে কাউকে বিতাড়নের সম্মুখিন হতেহবে না এবং সীমান্তে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা হবে। এছাড়া ব্লক এবং পঞ্চায়েত স্তরে উপযুক্ত ব্যবস্থার সাহায্যে জেলা প্রশাসন চিহ্নিত গ্রামের জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের প্রকল্পগুলির ১০০ শতাংশ সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করার জন্য অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করবে।

আরও তথ্য দিয়ে বলা হয়েছে, গ্রামের উন্নয়নের জন্য চিহ্নিত হস্তক্ষেপের মূল ক্ষেত্রগুলি যথাক্রমে রাস্তা সংযোগ, পানীয় জল, সৌর ও বায়ু শক্তি সহ বিদ্যুৎ, মোবাইল এবং ইন্টারনেট সংযোগ, পর্যটন কেন্দ্র, বহুমুখী কেন্দ্র এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠামো এবং ওয়েলনেস সেন্টার।

রবিবারও অপরিবর্তিত জ্বালানির দাম

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল(হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। তবুও আজ রবিবার দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল রয়েছে। অপরিশোধিত তেল রফতানি ও ডলারের কারণে প্রতি ব্যারেল ৯৬ ডলারের চেয়ে সামান্য কম। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ফলে টানা প্রায় এগারো মাস ধরে অপরিবর্তিত থাকল জ্বালানির দাম।

রবিবার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা।

ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

বামেদের সম্প্রীতি মহামিছিলে হুগলীতে জনপ্লাবন

হুগলী, ৯ এপ্রিল(হি.স.) : রবিবাসরীয় দুপুরে সম্প্রীতির দাবিতে বামপন্থী দলগুলির ডাকা মহামিছিলে জনপ্লাবন দেখল হুগলীর বিস্তীর্ণ এলাকা। সিপিআইএম ছাড়াও মোট দশটি দল যোগ দিয়েছে এদিনের মিছিলে। গত রবিবার রিষড়ায় রামনবমীকে কেন্দ্র করে যে অশান্তির আবহ তৈরি হয়, সোমবার পর্যন্ত যার রেশ চলে। সেই ঘটনার পরেই এই মিছিল ডাকা হয়।

জানা গেছে, কোন্নগর বাটা থেকে শুরু হয়ে উত্তরপাড়া গৌরী সিনেমার সামনে এই মিছিল শেষ হয়। এর পরে শুরু হয় একটি জনসভা। এদিনের মিছিলে উপস্থিত রয়েছেন মহম্মদ সেলিম, বিমান বসু, শ্রীদীপ ভট্টাচার্য-সহ একাধিক বাম নেতৃত্ব।

রবিবারের এই মিছিল আদতে শুরু হওয়ার কথা ছিল রিষড়ার সীমান্ত এলাকা বাগখাল থেকে। কিন্তু পুলিশ সেই অনুমতি দেয়নি, ফলে আরও এগিয়ে মিছিল শুরু হয় কোন্নগর বাটা থেকে। কিন্তু তার পরেও আড়েবহরে মিছিলের যে আকৃতি দেখা যায়, তাতে দু-আড়াই ঘণ্টার জন্য একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায় জিটি রোড। বালি ব্রিজেও যানজট হয়ে যায়।

দেশজুড়ে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ, কয়েকটি রাজ্যে বাধ্যতামূলক হচ্ছে মাস্ক

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল(হি.স.) : নতুন করে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে করোনা। পরপর দু'দিন দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছিল ৬ হাজার। রবিবার সেই সংক্রমণ সামান্য কমলেও চিন্তা বাড়াচ্ছে সামগ্রিক চিত্র। আগেভাগে পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে ইতিমধ্যে দুই রাজ্য ও এক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে মাস্ক বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকও মাস্ক ফেরানোর সুপারিশ করেছে।

রবিবার স্বাস্থ্যমন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৫ হাজার ৩৫৭ জন। গত দু'দিন এই সংখ্যাটা ছিল ৬ হাজারের সামান্য বেশি।

বর্তমানে গোটা দেশে আক্রান্তের সংখ্যা ৪ কোটি ৪৭ লক্ষ ৫৬ হাজার ৬১৬। স্বস্তি দিয়ে দেশের দৈনিক পজিটিভিটি রেট কমে দাঁড়িয়েছে ৩.৩৯ শতাংশ। সাপ্তাহিক পজিটিভিটি রেটও বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩.৫৪ শতাংশ।

দেশে সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও প্রতিদিন একটু একটু করে বাড়ছে। বর্তমানে অ্যাকটিভ রোগীর সংখ্যা ৩২ হাজার ৮১৪। গত ২৪ ঘণ্টায় মারণ ভাইরাস প্রাণ কেড়েছে মোট ১১ জনের। ফলে দেশের মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫ লক্ষ ৩০ হাজার ৯৬৫ তবে এরই মধ্যে স্বস্তি দিচ্ছে সুস্থতার হার। ৯৮.৭৪ শতাংশ রোগীই করোনাকে হার মানিয়েছেন।

গঙ্গাসাগরে মৃতদেহ উদ্ধার

গঙ্গাসাগর, ৯ এপ্রিল (হি. স.) গঙ্গাসাগরের কপিল মুনির মন্দির সংলগ্ন এলাকায় এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। রবিবার সকালে উদ্ধার হয় দেহটি। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রবিবার সকালবেলা পথচারীরা প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে দেখতে পায় কপিলমুনি মন্দির সংলগ্ন শিবির চত্বরে একটি দেহ ভেসে রয়েছে নদীতে। এরপরই তড়িঘড়ি স্থানীয় বাসিন্দারা সাগর কোস্টাল থানায় খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে কাকদ্বীপ পুলিশ মর্গে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়। তবে এখনো পর্যন্ত ওই অজ্ঞাত পরিচয়ের ব্যক্তির নাম এবং পরিচয় জানা যায়নি। কিভাবে এলো এই মৃতদেহ কারই বা এই মৃতদেহ গোটা বিষয়ের তদন্ত শুরু করেছে সাগর কোস্টাল থানার পুলিশ

ইটাহারে রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে পুড়ল ১৬টি বাড়ি, আহত ৫ শিশু

ইটাহার, ৯ এপ্রিল(হি.স.) : রবিবাসরীয় দুপুরে মর্মান্তিক ঘটনা উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারে। আগুনে ভস্মীভূত প্রায় ১৬ টি বাড়ি। জখম ৫ জন শিশু। প্রত্যেককে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ইটাহারে রবিবার ছুটির দিনে দুপুরে রান্নাবান্না চলছিল।কিন্তু তখনই বিকট শব্দ। হকচকিয়ে উঠলেন সকলে। কিছু বোঝার আগেই নেমে এল ভয়ঙ্কর বিপদ। দাউদাউ করে জ্বলে গেল গোটা বাড়ি। দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে পাশের বাকি বাড়িগুলিতে। আগুন ধরায় ভিতরে যাঁরা ছিলেন কোনওক্রমে ছুটে বেরোলেন। তবে বাঁচাতে পারলেন না সামগ্রী। পুরে শেষ সমস্তটা। ভয়াবহ আগুন লাগল উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারে। আগুনে ভস্মীভূত প্রায় ১৬ টি বাড়ি। জখম ৫ জন শিশু। প্রত্যেককে উদ্ধার করে রায়গঞ্জ গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ দিকে আগুন ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে আধিকারিকদের খবর দেওয়া হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করে পুলিশ। মূলত ইটাহারের এই এলাকায় বাস নিম্নবিত্ত সাধারণের। এ দিনের আগুনে রীতিমতো ক্ষতির মুখে তাঁরা। টাকা পয়সা ঘরের যাবতীয় যা সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছে দমকল।

কাল যন্তর মন্তরে ধরনা, দিল্লি পৌঁছলেন ডিএ আন্দোলনকারীরা

কলকাতা, ৯ এপ্রিল(হি.স.) : বকেয়া মহার্ঘ ভাতার দাবিতে আগামী ১০ এবং ১১ এপ্রিল দিল্লির যন্তর মন্তরে অবস্থানে বসছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। জানা গিয়েছে, হাওড়া থেকে রাজধানী এক্সপ্রেসে করে শনিবার বিকালেই দিল্লির উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের প্রতিনিধিরা। আন্দোলনকারীদের দাবি, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান দিল্লিতে তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে সম্মত হয়েছেন। সেই সঙ্গে রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি ও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর কাছেও মঞ্চ তাদের দাবি সনদ পেশ করবে বলে জানিয়েছে।

জানা গিয়েছে, এদিন হাওড়া স্টেশন থেকে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের সদস্য তথা সরকারি কর্মচারীদের ১০০ জনের একটি দল দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেয়। এই দলের নেতৃত্বে ছিলেন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের নেতা বিশ্বজিৎ মিত্র। তাঁদের দাবি, ৭৩ দিন কলকাতার ধর্মতলায় ধরনায় বসেছি। রাজ্য সরকারের কাছে বারবার আবেদন করেছি, তিন দফা দাবির সমর্থনে। সরকার সেই দাবিগুলিতে কর্ণপাত করেনি। তাই আমরা দিল্লিতে ধরনায় বসে প্রতিবাদ করব। জানা গিয়েছে, প্রায় ৬০০ জন বিভিন্ন ট্রেনে দিল্লি যাবেন এবং ডিএ-র দাবিতে ধরনা মঞ্চে যোগ দেবেন।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হলেই সুস্থ থাকবে শরীর

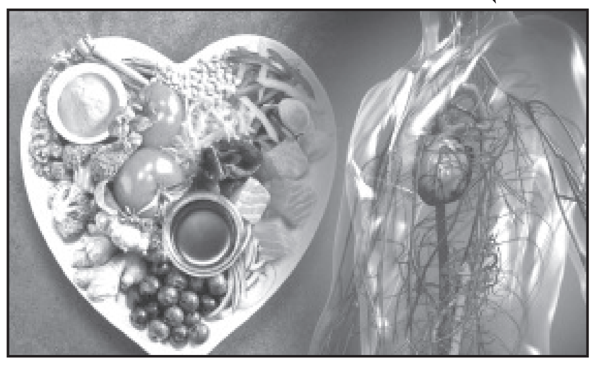

সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ার জন্য শরীরে সঠিক রক্ত সঞ্চালন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্থূলতা, ধূমপান, ডায়াবেটিস, আর্টারিতে অসুখ এবং আরও অনেক কারণে রক্ত চলাচলে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

শরীরে রক্ত প্রবাহ ঠিকভাবে না হলে অনেক উপসর্গ দেখা দেয়, যেমন - শরীরে ব্যথা, পেশী খিঁচুনি, হাত ও পায়ে অসাড়তা, হজমের সমস্যা, ঠান্ডা হাত ও পা, ইত্যাদি।

এই ধরনের সমস্যাগুলি মারাত্মক আকার ধারণ করলে ওষুধ দিয়ে চিকিতা করা যেতে পারে। তবে দৈনন্দিন ডায়েট এবং জীবনযাত্রায় একটু পরিবর্তন আনলেই শরীরে রক্ত প্রবাহ বাড়তে পারে।

নিয়ম মতো কিছু খাবারদাবার রোজকার ডায়েটে রাখুন, তাহলেই শরীরের রক্ত চলাচল স্বাভাবিক থাকবে। দেখে নিন, নিয়মিত কোন কোন খাবার খাবেন -

ফ্ল্যাভোনয়েড সমৃদ্ধ খাবার

পেঁয়াজ এবং ডালিমের মতো ফ্ল্যাভোনয়েড সমৃদ্ধ খাবার শরীরে রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে। পেঁয়াজ হার্টের জন্য খুবই উপকারী এবং ধমনীকে প্রশস্ত করে রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে। নিয়মিত বেদানা খেলেও রক্ত সঞ্চালন সঠিক হয়।

নাইট্রিক অক্সাইড সমৃদ্ধ খাবার

নাইট্রিক অক্সাইডযুক্ত খাবার যেমন - লাল লঙ্কা, রসুন, দারুচিনি, বিটরুট এবং সবুজ শাকসবজি খেলে রক্ত সঞ্চালন উন্নত হয়। হলুদে থাকা কারকিউমিনও রক্ত সঞ্চালনে সহায়তা করে।

ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার

ফ্ল্যাভোনয়েড সমৃদ্ধ সাইট্রাস ফল থেকে ভিটামিন সি পাওয়া যায়। কমলালেবু, মুসাম্বি রক্তনালী প্রসারিত করতে সাহায্য করে। এগুলি শরীরে প্রদাহ এবং রক্তচাপ কমায়। এ ছাড়া, তরমুজও রক্ত প্রবাহ উন্নত করতে পরিচিত, কারণ এতে রয়েছে লাইকোপিন। লাইকোপিন এক ধরনের প্রাকৃতিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে।

বাদাম

আমন্ড এবং আখরোটের মতো বাদাম শরীরের প্রদাহ ও অক্সিডেটিভ স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণ করে এবং রক্ত প্রবাহ উন্নত করে তোলে। টমেটো এবং বেরি

টমেটো এবং বেরি জাতীয় ফল রক্তচাপ কমায় এবং রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে। টমেটোতে থাকা লাইকোপিন কার্ডিওভাসকুলার রোগ প্রতিরোধ করে। এ ছাড়া, টমেটোতে থাকা ভিটামিন কে রক্ত সঞ্চালন উন্নত করার পাশাপাশি রক্তপাত এবং রক্ত জমাট বাঁধা নিয়ন্ত্রণে রাখে।

ব্লুবেরি এবং স্ট্রবেরি ফ্ল্যাভোনয়েড সমৃদ্ধ, যা ধমনী প্রসারিত করে এবং রক্ত প্রবাহ বাড়ায়।

ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড

ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ ফ্যাটি ফিশও রক্ত সঞ্চালন বাড়াতে দারুণ কার্যকর। এই ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ খাবার হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকিও কমায়।.

এই আর্টিকেলটি সাধারণ তথ্যের উপর ভিত্তি করে লেখা। বোল্ডস্কাই বাংলা এটি নিশ্চিত করে না। কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার আগে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট চিকিতকের সঙ্গে পরামর্শ করে নেবেন।

আপনার শরীরে চর্বি জমার কারণ ও দূর করার উপায়

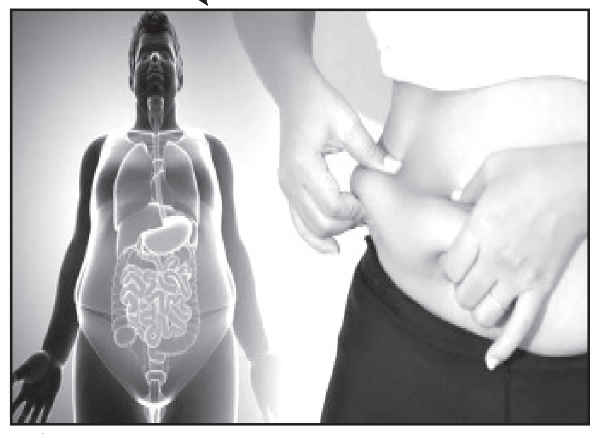

মানবদেহে চর্বি জমা হতে হতে মানুষের ওজন বৃদ্ধি পেতে থাকে, মেদভুঁড়ি দেখা দেয়, ডায়াবেটিস ও হৃদরোগের ঝুঁকি অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়। যার ফলে কায়িক শ্রম সম্পাদনের যোগ্যতা কমে যায়। কায়িক শ্রম না করার ফলে ব্যক্তি আরও বেশি মোটাসোটা হতে থাকে। ফলশ্রুতিতে মানুষ এক ধরনের দুষ্টচক্রে পড়ে আরও বেশি মোটা ও স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পতিত হয়। ভরপেট খাওয়ার পরে আলস্য এসে ভর করে। আর খাওয়ার পরেই যারা ভাতঘুমে যান, তাদের পেটে চর্বি জমার প্রবণতা থাকে সব থেকে বেশি। দীর্ঘক্ষণ বসে যারা কাজ করেন, তাদের পেটেও ধীরে ধীরে চর্বি জমে যায়। বাড়তি চর্বি শুধু সৌন্দর্যকেই ম্লান করে দেয় না, সেই সঙ্গে নানা রোগও ডেকে আনে।

শরীরে চর্বির পরিমাণ বেশি থাকলে হাত, মুখ, পেট এবং উরু এই যায়গা গুলোতেই বেশি জমে। বাড়তি চর্বি জমে যাওয়ার আগেই সেটিকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। আর চর্বি যদি জমেই যায়, নিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস আর ব্যায়ামে সেটিকে অবশ্যই কমিয়ে আনতে হবে। কোন কারণে চর্বি জমছে, এই কারণটিকে চিহ্নিত করে খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনতে হবে। পেটে চর্বি জমার কারণ যারা-শর্করাসমৃদ্ধ খাবার বেশি খান, তাদের পেটে দ্রুত চর্বি জমে। ভাত, পোলাও, বিরিয়ানি, পরোটা, লুচি, মিষ্টি, কোমল পানীয় খাওয়ায় বিধিনিষেধ মানতে হবে। যারা খাওয়ার পরে দ্রুতই ঘুমিয়ে যান, তাদের খাবার পরিপাক হয় না ঠিকমতো। সঞ্চিত শক্তি খরচও হয় না। ফলে এটাও চর্বি জমার খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ। যাদের সারাদিনের কাজ চেয়ার-টেবিলেই এবং শারীরিক পরিশ্রম করতে হয় না, তাদের পেটেও দ্রুত চর্বি জমে। মাখন, পনির, ঘিয়ের মতো চর্বিযুক্ত খাবারে যারা অভ্যস্ত এবং যারা ফাস্টফুডের ভক্ত, তাদের পেটেও চর্বি জমে সহজেই।

পেটে চর্বির জন্য যেসব রোগ দেখা দেয় পেটে বাড়তি চর্বি জমলে রোগব্যাধিরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বাড়তি চর্বির ফলে পরিশ্রমে অনাগ্রহ জন্মে। ফলে চর্বি জমার হারটাও বাড়ে। স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের মেডিসিন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আ ফ ম হেলাল উদ্দীন বলেন, পেটে অতিরিক্ত চর্বি জমলে লিভারের বিভিন্ন রোগসহ ফ্যাটি লিভারের শঙ্কা বাড়ে, অর্থাতলিভারের চারদিকে চর্বি জমে যায়, ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকিতে থাকেন রোগী, হতে পারে হার্নিয়াও। এ ছাড়া নারীর হরমোনজনিত জটিলতাসহ নানা ধরনের রোগ দেখা দিতে পারে।

চর্বি কমাতে করণীয় একবারে বেশি না খেয়ে বারে বারে অল্প অল্প করে খান। প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর অল্প কিছু হলেও মুখে দিন। শর্করাজাতীয় খাবারে যদি পেট না ভরে, শাকসবজি খেয়ে ভরান। সঙ্গে খেতে পারেন যে কোনো টক ফল। খোসাসহ ফল বেশি করে খান। পেয়ারা, বরই, আমড়া, শসা- এসবে তৃষ্ণা মেটাতে পারেন। একান্তই মাংস খেতে চাইলে চর্বির অংশ বাদ দিয়ে খেতে হবে। ঝোল কিংবা আলু একদমই বাদ থাকুক। যে কোনো ধরনের তেলে ভাজা, ফাস্টফুড জাতীয় খাবার একদমই বর্জন করতে হবে। জল খেতে হবে প্রচুর পরিমাণে। জল শরীরের মেটাবলিজম ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়ে চর্বি জমতে বাধা দেবে। পেটের চর্বি কমাতে খাবার নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি করতে হবে ব্যায়ামও। নিয়মিত জিমে এলে এবং প্রয়োজনীয় ব্যায়াম করলে ফলাফলটা খুব তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়। আর জিমে যাওয়া সম্ভব না হলে সাঁতার, সাইকেল চালানো, জোরে হাঁটা, দড়িলাফ- এগুলো পেটের চর্বি ঝরানোর জন্য খুব ভালো ব্যায়াম হতে পারে। এ ছাড়া লিফট ব্যবহার না করে হেঁটে ওঠা, কিংবা ফ্লাইওভারের নিচ থেকে জোরে হেঁটে ওপরের দিকে ওঠার অভ্যাস গড়লেও চর্বি ঝরবে দ্রুত।

ফের ঊর্ধ্বমুখী করোনা গ্রাফ

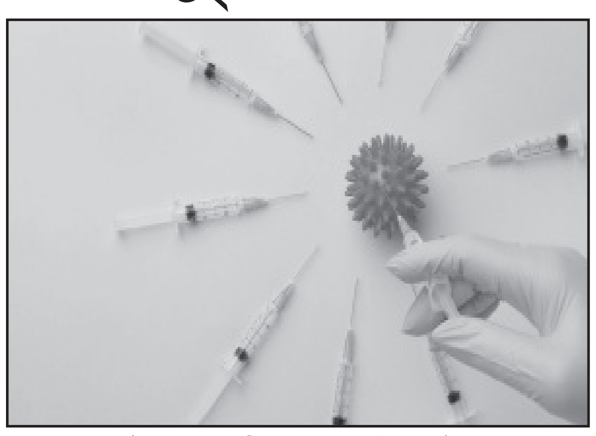

দেশজুড়ে ফের বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ওমিক্রনের নয়া ভ্যারিয়েন্ট এক্সবিবি ১.১৬ (XBB-১.১৬) এর কারণেই আবার ঊর্ধ্বমুখী করোনা গ্রাফ। মূলত কোভিডের পুরানো রূপ এক্সবিবি। সেটারই উপরূপ ১.১৬-এর কারণে সংক্রমণের হার বাড়ছে।

এক্সবিবি ১.১৬ ভ্যারিয়েন্টের খোঁজ প্রথম মিলেছিল জানুয়ারী মাসে। এই উপরূপে বেশ কয়েকটি মিউটেশন রয়েছে, যে কারণে এটি আরও সংক্রামক বলে মনে করা হচ্ছে। তবে এই ভ্যারিয়েন্ট সম্পর্কে আরও গবেষণা প্রয়োজন।

এক্সবিবি ১.১৬ উপরুপের লক্ষণ

এই সাব-ভ্যারিয়েন্টের উপসর্গ প্রায় ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টের মতোই। জ্বর, কাশি, সর্দি, গলা ব্যথা, শরীরে ব্যথা, ক্লান্তি, প্রচণ্ড মাথাব্যথা, পেটে ব্যথা, ইত্যাদি। তবে এখনও পর্যন্ত রোগীদের মধ্যে স্বাদ ও গন্ধ না পাওয়ার উপসর্গ দেখা যায়নি।

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, বেশিরভাগেরই হালকা থেকে মাঝারি উপসর্গ রয়েছে। এখনও হাসপাতালে আক্রান্তের ভর্তির সংখ্যা অনেক কম। তাই চিন্তার কোনও কারণ নেই। কাদের আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি? বিশেষজ্ঞদের মতে, শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি, দুর্বল ইমিউনিটি এবং কো-মর্বিডিটি যাদের আছে যেমন - হার্টের রোগ, ফুসফুসের সমস্যা, ডায়াবেটিস এবং অন্যান্য রোগে আক্রান্ত, তাদের এই ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেক বেশি। এই উপরুপের কারণে কি মৃত্যু ঘটতে পারে?

প্রাথমিক গবেষণা অনুসারে, কোভিড এক্সবিবি ১.১৬ উপরূপটি খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে পারে। এটি এতটাই শক্তিশালী যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও ভেঙে দিতে সক্ষম। তবে এখনও পর্যন্ত গোটা বিশ্বে এই ভ্যারিয়েন্টে মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি।

সংক্রমণ থেকে বাঁচতে ভারত সরকার দেশবাসীকে কোভিড বিধি মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন।

আপনার পিঠের ব্যথা সহজেই দূর করুন, এই পদ্ধতিতে

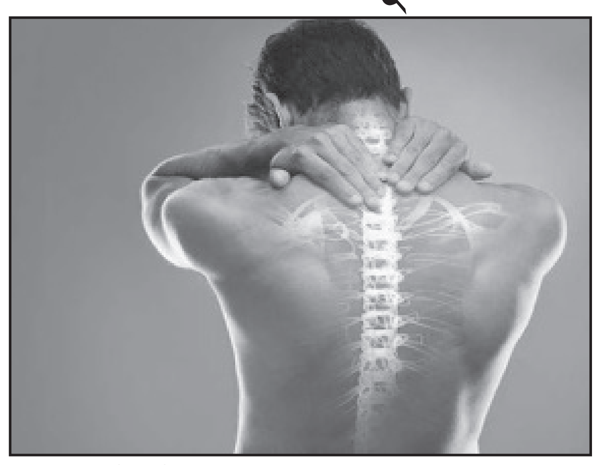

বাড়িতে থেকে কাজ করতে গিয়ে বাড়ছে পিঠের ব্যথার সমস্যা। অফিসে নির্দিষ্টি চেয়ারে বসে কাজ করলেও বাড়িতে হয় খাবার টেবিলের চেয়ারে, অথবা সোফায়, কেউ কেউ বিছানাতে বসেই কাজ করছেন। এতে পিঠ সোজা রাখা কঠিন। ফলে ব্যথা বেড়ে যাওয়া স্বাভাবিক।

আবার অফিস যাওয়ার সময় হয়তো কিছুটা হাঁটতেন।

অথবা সিঁড়ি ভাঙতে হতো। এতে শরীর অনেক সচল থাকতো। এখন পুরো কাজটা বসে। কোথাও যাওয়ার পরিশ্রম নেই। আর বাড়িতে থাকলে ততটা নিয়ম করে শরীরচর্চাও হচ্ছে না। ফলে ব্যথা বাড়ছে সবারই।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কোনোরকম চলাফেরা ছাড়া সারাক্ষণ বসে কাজ করলে শরীরে বিভিন্ন অংশে ব্যথা বাড়বে। সেটি ভবিষ্যতের জন্য দুশ্চিন্তার। তাই জেনে নিন এই অবস্থায় করণীয়-

বিছানা, চেয়ার বা সোফা আপনি যেকোনো একটি জায়গায় সারাদিন বসে কাজ করবেন না। কিছু সময় অন্তর জায়গা পরিবর্তন করুন। এতে আপনার স্বস্তি থাকবে, আবার ব্যথাও হবে না।

সম্ভব হলে বিছানা বা সোফা এড়িয়ে চলুন। কারণ এতে বসার ধরন ঠিক থাকে না। ব্যথা বাড়তে পারে।

একটানা বসে কাজ করবেন না। ঘরের মধ্যেই হালকা পায়চারি করে নিন আধ ঘণ্টা অন্তর। প্রয়োজন মনে হলে বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে কয়েকবার ওঠানামা করে নিন।

প্রতিদিন সকালে যোগাভ্যাস করুন। এটা রুটিন করে নিন। অথবা ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ। মাসল পেইন দ্রুত কমবে।

যদি সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করা বা ছাদে ঘোরার সুযোগ না থাকে ঘরের বিভিন্ন জিনিস যেমন কুশন, টেবিল, চেয়ার, সোফা ব্যবহার করে শরীরচর্চা করতে পারেন।

স্বাস্থ্যকর খাবার খান। এখন যদিও সবার কাছেই সুযোগ কম। তবুও সম্ভব হলে সবজি, ফল বেশি করে মেনুতে রাখুন। সঙ্গে পরিমাণমতো জল খেতেই হবে।

প্রাথমিকভাবে এইগুলো করেও যদি ব্যথা না কমে, অবশ্যই চিকিতকের পরামর্শ নিন। চিকিতকের নির্দেশ ছাড়া নিজে থেকে কোনো ওষুধ খাওয়া ঠিক হবে না। এতে উপকারের বদলে ক্ষতি হতে পারে।

ভেরিকোজ ভেনের সমস্যায় ভুগছেন ?

শরীরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল পা। আমাদের দাঁড়িয়ে থাকা, হাঁটা-চলা,দৌড়ানো, - এই সব কিছুতেই সামাল দেয় আমাদের পা। প্রতিদিনের জীবনে, যাঁদের পায়ে অত্যন্ত চাপ পড়ে, তাঁদের পায়ের শিরায় এক ধরনের সমস্যা দেখা যায়। কিছু ক্ষেত্রে পায়ের শিরা ফুলে গিয়ে গাঢ় নীলচে রঙের রেখা চামড়ার উপরে ফুটে ওঠে।

চিকিতাবিজ্ঞানের পরিভাষায় এই রোগকে বলা হয় ভেরিকোজ ভেন। ভুক্তভোগীরাই ভেরিকোজ ভেনের কষ্টের কথা হাড়ে হাড়ে টের পান। ভারতের ৭ শতাংশ মানুষ এই রোগে আক্রান্ত। যদিও এই রোগ সম্পর্কে এখনও অনেকগুলি বিষয় বহু মানুষের কাছে সম্পূর্ণ অজানা। কী ভাবে সুত্রপাত হয় ভেরিকোজ ভেনের? এই রোগের উপসর্গগুলি কী? এই রোগের চিকিতাপদ্ধতিই বা কী?

আমাদের ভেন বা শিরার মধ্যে কিছু ছোট ছোট ভালভ থাকে। শিরার মধ্যে রক্তস্রোত যেন একটি নির্দিষ্ট অভিমুখেই প্রবাহিত হয়, তা নিশ্চিত করাই এই ভালভগুলির কাজ। কোনও কারণে এই ভালভগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে কার্যক্ষমতা হারালে দূষিত রক্ত শিরার মধ্যে প্রবেশ করতে আরম্ভ করে। তখন শিরা-উপশিরাগুলি কুঁকড়ে যায়, স্বাভাবিক আকার হারিয়ে ফুলে ওঠে। ব্যথা হয় এবং ত্বকের উপর থেকে স্পষ্ট দেখাও যায়। যে কোনও বয়সে এই সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে।

উপসর্গ কী কী?

পায়ের শিরা ঘন নীল বা সবজেটে দেখায়।

পায়ের শিরা পাকানো দড়ির মতো হয়ে যায়, যা বাইরে থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। পায়ের পাতা ফুলতে শুরু করে, জ্বালা ভাব , মাসল ক্র্যাম্প ও পায়ের ক্লান্তি দেখা দেয়। যে অংশে শিরা ফুলে ওঠে সেখানে ইচিং হয়।

পায়ের ত্বকের রঙ বদলে যায়, ত্বক শুকিয়ে পাতলা হয়ে যায়, ত্বক থেকে আঁশ ওঠে এবং ফুলে যায়।

এবার প্রশ্ন, কী করলে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। প্রথমত, একবার ভেরিকোজ ভেনের সমস্যা তৈরি হলে তা নিয়ন্ত্রণ করা ও সারিয়ে তোলাটা সময়সাপেক্ষ। ধৈর্য ধরতে হবে। সেই সঙ্গে নিয়মিত ব্যায়াম করাও খুব জরুরি। হাঁটা, দৌড়নো, সাঁতার কাটার অভ্যেস আপনার সমস্যা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করবে। এমন পোশাক পরবেন না যা খুব আঁটসাঁট, তাতে রক্তের প্রবাহ আরও বাধাপ্রাপ্ত হবে। হাই হিল নয়, ভাল ফ্ল্যাট বা স্নিকার্স পরলেও আরাম পাবেন। যে সমস্ত জায়গায় সমস্যাটা আছে, সেখানে মাসাজ করলেও ভাল ফল পাবেন।

বেশিক্ষণ এক জায়গায় বসে থাকলেও কিন্তু সমস্যা বাড়বে, তাই যত পারেন হাঁটাচলা করুন। সেই সঙ্গে এমন খাবার খান যাতে সোডিয়ামের পরিমাণ খুব বেশি নয়, শরীরে অতিরিক্ত নুন ঢুকলে কিন্তু পা ফুলে উঠবে, ব্যথা বাড়বে। পেঁয়াজ, রসুন, ক্যাপসিকাম, সিট্রাস ফল জাতীয় জিনিসপত্র খেতে পারেন, তাতে প্রচুর পরিমাণে ফ্ল্যাভিনয়েডস থাকে। ফ্ল্যাভিনয়েডস রক্ত চলাচলের মান উন্নত করে ক্রমশ, রক্ত ঠিকভাবে প্রবাহিত হলে সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে।

নিয়ম করে এই ডায়েট মানলে প্রোটিনের ঘাটতি হবে না

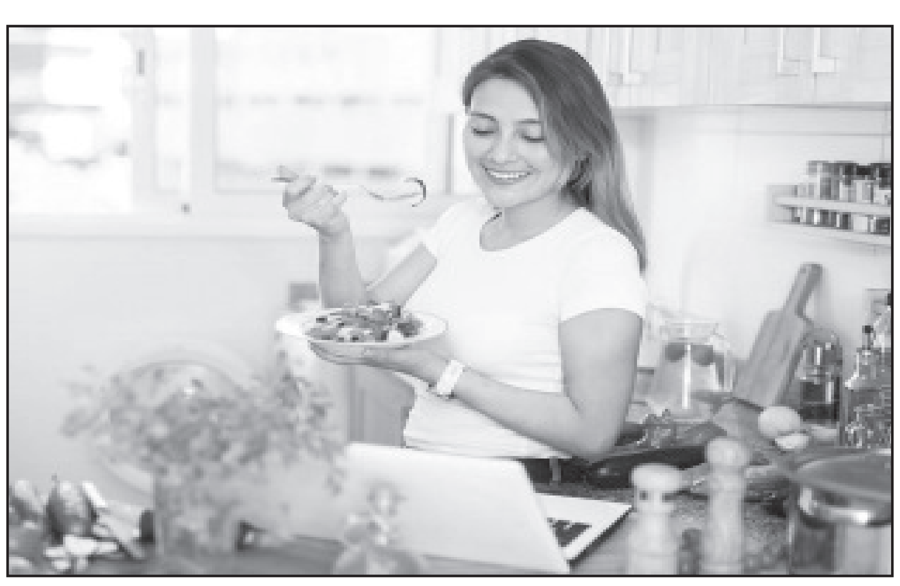

এক জন সুস্থ পূর্ণবয়স্ক নারী ও পুরুষ দৈনিক যথাক্রমে ৫০-৬০ গ্রাম এবং ৭০-৮০ গ্রাম প্রোটিন খেতেই পারেন। আবার ওজন কম থাকার সমস্যা থাকলেও অনেকে নিয়ম করে প্রোটিন খেতে বলেন। এখন প্রোটিনের কথা বললেই মাছ-মাংস-ডিমের কথা মাথায় আসা স্বাভাবিক। কিন্তু যাঁরা নিরামিষ খান তাঁদের জন্য ডায়েট অন্যরকম হবে। ভেগান হলে আবার প্রাণিদুগ্ধ বা দুগ্ধজাত দ্রব্য খাওয়া চলে না, তাই মূলত আনাজপাতির প্রোটিনের উপরেই ভরসা রাখতে হবে। এমন অনেক আনাজপাতি আছে, যা প্রোটিনে ভরপুর। নিরামিষাশীদের কী কী রাখতেই হবে ডায়েটে?

সয় প্রোটিন: সয় প্রোটিন জিএমও প্রডাক্ট। অর্থাতজেনেটিকালি মডিফায়েড। তাই সপ্তাহে এক দিন খেতে পারেন। কিন্তু প্রত্যেক দিন বেশি পরিমাণে সয় প্রোটিন গ্রহণ করা ঠিক নয়। এক কাপ সয়াবিনে ৮.৫ গ্রাম এবং আধ কাপ টোফুতে পাবেন ১০ গ্রাম প্রোটিন। ডাল: ডাল প্রত্যেক ভারতীয় রান্নাঘরের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আর সব রকম ডালেই প্রোটিন থাকে বলে বিশেষজ্ঞরা আমাদের জানান। বিশেষ করে মুসুর ডালে প্রোটিনের মাত্রা যথেষ্ট। এ ছাড়াও মুগ, ছোলা, অড়হর, বিউলি প্রভৃতি সব ডালেই থাকে আবশ্যক প্রোটিন। আপনি কি আজকাল বেশি ঘুমোচ্ছেন? অতিরিক্ত ক্লান্তি ভাল কথা নয় ওটস: স্বাস্থ্যসচেতন সব মানুষই ইদানীং ওটস নামক খাবারটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। কিন্তু ওটসে পুষ্টিগুণের পাশাপাশি এর মধ্যে থাকা প্রোটিন দেহের জন্য বিশেষ উপকারি। আমিষ খাবার খান না এমন মানুষজনের ডায়েটে নিয়মিত ওট রাখা তাই অত্যন্ত জরুরী। দানাশস্য: ছোলা, রাজমা ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকে। কিন্তু তা হজম করতেও বেশ সময় লাগে। তাই এই ধরনের খাবার ভাল ভাবে সিদ্ধ করে খেতে পারেন। ছোলা দিয়ে তৈরি হামাস জনপ্রিয় খাবার। এই ধরনের খাবার খেতে পারেন ব্রেডের সঙ্গে। সবুজ আনাজপাতি: অ্যাসপারাগাস, ব্রকোলি, পালং শাক, অ্যাভোকাডো ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন পাওয়া যায়। ১০০ গ্রাম ব্রকোলি, অ্যাসপারাগাস ও অ্যাভোকাডোয় ৩.৫ গ্রাম প্রোটিন পেতে পারেন।

আপনার ফুসফুস ভালো রাখতে প্রত্যেহ যেসব খাবার খাবেন

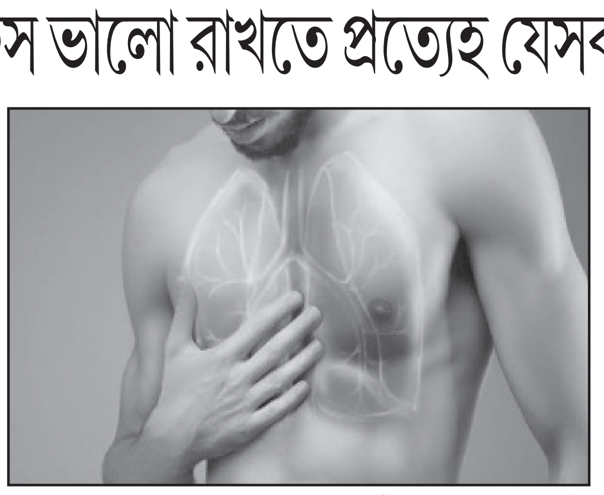

বর্তমানে নিজেকে অসুখ থেকে মুক্ত রাখাই অন্যতম চ্যালেঞ্জ। প্রতিদিনের নানা অনিয়ম আমাদের খুব সহজেই কাবু করে ফেলে। ধূমপান, দূষণ ইত্যাদির কারণে ফুসফুস শুকিয়ে যেতে থাকে। মহামারির এই সময়ে কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভুগতে হচ্ছে শ্বাসকষ্ট এবং ফুসফুসের অসুখেই। ফুসফুস ভালো রাখতে স্বাস্থ্যকর অভ্যাস ও পুষ্টিকর খাবার খাওয়া জরুরি।

করোনাভাইরাসের কারণে সবেচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ফুসফুস। বিশেষজ্ঞদের মতে, ফুসফুস ভালো রাখতে হলে সিগারেটসহ নেশাজাতীয় সব ধরনের অভ্যাস বন্ধ করতে হবে। সেইসঙ্গে খেয়াল রাখতে হবে খাবারের দিকে। খেতে হবে এমন সব খাবার যেগুলো ফুসফুস ভালো রাখার জন্য কাজ করে। চলুন জেনে নেওয়া যাক-

বেরি জাতীয় ফল

ফুসফুস ভালো রাখতে নিয়মিত খেতে হবে বেরি জাতীয় ফল। এতে থাকে প্রচুর অ্যান্থ-স্যানিনস। আমাদের ফুসফুস সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় রেডিক্যাল কারণে। এটি রোধে কাজ করবে এ ধরনের ফল। সেইসঙ্গে এতে থাকা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ফুসফুসের কার্যকারিতা বাড়িয়ে তোলে।

সবুজ শাক-সবজি

সবুজ শাক-সবজি খাওয়ার অনেকগুলো উপকারিতার মধ্যে একটি হলো, আমাদের ফুসফুস ভালো রাখার ক্ষেত্রে সাহায্য করে। সবুজ শাক-সবজি খেলে তা ক্যান্সারের মতো মরণব্যাধি থেকেও দূরে রাখে। প্রতিদিনের খাবারে এসব শাক-সবজি রাখা আবশ্যক। মেথি শাক, পালং শাক, ব্রকোলি, বরবটি, শিম, মটরশুঁটি এসব শাক-সবজি নিয়মিত খাবেন।

লাল রঙের সবজি

নানা রঙের সবজি কিনতে পাবেন বাজারে। তার ভেতরে টুকটুকে লাল রঙের সবজিও কম নয়। যেমন ধরুন পাকা মরিচ, লাল ক্যাপসিকাম এবং টমেটো হলো লাইকোপেন সমৃদ্ধ। এতে থাকা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ফুসফুসের সমস্যা সারাতে বেশ কার্যকরী। সেইসঙ্গে শরীরে সৃষ্ট প্রদাহ কমাতেও কাজ করে এসব সবজি। যারা ক্রনিক রোগে ভুগছেন, তাদের জন্য বেশ উপকারী হতে পারে লাল রঙের সবজি।

জীবন্ত শিশুকে মৃত ঘোষণা ঘাটাল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের

৮ ঘন্টা পলিথিনে মোড়া থেকে জীবন যুদ্ধে হার

ঘাটাল, ৯ এপ্রিল(হি.স.) : ঘাটাল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে জীবন্ত শিশুকে মৃত বলে ঘোষণা করে প্রায় ৮ ঘন্টা বিনা চিকিৎসা পলিথিনে মুড়ে রাখা ছিলসদ্যোজাত। কবর দেওয়ার আগে নড়ে ওঠে সে। তারপর ফের হাসপাতালে ভরতিও করা হয় একরত্তি। তবে শেষরক্ষা হয়নি। শেষমেশ রবিবার ভোরে মৃত্যু হয় সদ্যোজাতর। মৃতের পরিবারের দাবি, ঠিকমতো চিকিৎসা করলে একরত্তি বাঁচানো যেত। ন্যক্কারজনক এই ঘটনায় কাঠগড়ায় ঘাটাল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল। ঘটনা খতিয়ে দেখার আশ্বাস হাসপাতাল সুপারের।

জানা গেছে, পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতার বাসিন্দা মোনালিসা খাতুনের গত ৭ এপ্রিল প্রসব বেদনা শুরু হয়। ঘাটাল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ভরতি করা হয় তাঁকে। পরদিন পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। নির্ধারিত সময়ের আগেই জন্মায় খুদে। পরিবারের দাবি, কয়েক ঘন্টা পর হাসপাতালের তরফে সদ্যোজাতকে মৃত বলে জানানো হয়। ডেথ সার্টিফিকেটও তুলে দেওয়া হয় পরিবারের হাতে। পলিথিনে মোড়া শিশুর দেহ নিয়ে বাড়ি ফিরে যান খুদের পরিবারের লোকজন। বাড়ি ফিরে কবরের বন্দোবস্ত করা হয়। সেই সময় দেখা যায় প্লাস্টিক ব্যাগবন্দি খুদে নড়ে উঠেছে। কান্নার শব্দও পান পরিবারের লোকজন। তাকে তড়িঘড়ি ফের ঘাটাল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। শুরু হয় চিকিৎসা। তবে শেষরক্ষা হয়নি। শেষমেশ রবিবার ভোরে মৃত্যু হয় সদ্যোজাতর। মৃতের পরিবারের দাবি, ঠিকমতো চিকিৎসা করলে একরত্তি বাঁচানো যেত। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হবেন বলেই জানিয়েছেন খুদের পরিজনেরা। হাসপাতাল সুপার জানান, এই ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। কেন জীবিত শিশুকে মৃত বলে ঘোষণা করা হল, তা খতিয়ে দেখা হবে।

তারকেশ্বর মন্দিরে পুজা দিতে এসে মৃত্যু পুণ্যার্থীর

তারকেশ্বর, ৯ এপ্রিল(হি.স.) : চৈত্রের গাজন উৎসব উপলক্ষ্যে তারকেশ্বর মন্দিরে পুজা দিতে এসেছিলেন। মন্দিরে পুজো দিয়ে বেরিয়েই মৃত্যু হল পুণ্যার্থীর। রবিবার তারকেশ্বর মন্দির চত্বরে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম নকুল বাড়ুই (৬০)। উত্তর ২৪ পরগনার সুন্দরবন এলাকার বাসিন্দা নকুল বাড়ুই। প্রায় ৩০ জনের একটি দলের সঙ্গে তিনি তারকেশ্বর মন্দিরে পুজো দিতে এসেছিলেন। পুজো দিয়ে মন্দির থেকে বেরোনোর পরই অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই নকুল বাড়ুইয়ের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে। দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চৈত্রের গাজন উৎসব উপলক্ষ্যে ইদানিং বহু মানুষ তারকেশ্বর মন্দিরে বিগ্রহের মাথায় জল ঢালতে আসছেন। ফলে মন্দির চত্বরে প্রচুর ভিড় হচ্ছে। সুন্দরবন এলাকা থেকেও নকুল বাড়ুই সহ প্রায় ৩০ জনের একটি দল রবিবার ভোরে তারকেশ্বর মন্দিরে আসে। তারপর দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে অবশেষে দলের সদস্যদের সঙ্গে নকুলবাবু মন্দিরে ঢুকে পুজোও দেন। তারপর পুজো দিয়ে বেরিয়েই অসুস্থ হয়ে পড়েন নকুলবাবু। সঙ্গে সঙ্গে মন্দির চত্বরে উপস্থিত পুলিশকর্মীরা নকুলবাবুকে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু, ততক্ষণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই নকুল বাড়ুইয়ের মৃত্যু হয়েছে বলে হাসপাতালের চিকিৎসক জানিয়েছেন।

এই নিয়ে গত এক সপ্তাহে তারকেশ্বর মন্দিরে পুজো দিতে এসে অসুস্থ হয়ে ৩ পুণ্যার্থীর মৃত্যুর ঘটনা ঘটল।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের পণ্য আনলোডিঙে পঞ্জিয়ন বৃদ্ধি ৬.৭১ শতাংশ

গুয়াহাটি, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে পণ্য আনলোডিং ধারাবাহিকভাবে স্থির বৃদ্ধি পঞ্জিয়ন করে আসছে। ২০২২-২৩ আর্থিক বর্ষে ১৪, ৬৮০টি পণ্যবাহী রেক আনলোড করেছে। ২০২১-২২ আর্থিক বর্ষের তুলনায় এই বৃদ্ধি ৬.৭১ শতাংশ। চলতি আর্থিক বছরের মার্চে ১, ৩৫২টি পণ্যবাহী রেক আনলোড করা হয়েছে।

উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে এক প্রেস বিবৃতিতে জানান, এফসিআই-এর চাল, চিনি, লবণ, খাদ্য উপযোগী তেল, খাদ্যশস্য, সার, সিমেন্ট, কয়লা, ফল, শাক-সবজি, অটো, ট্যাংক, কনটেইনারের মতো পণ্যসামগ্রী ও অন্যান্য সামগ্রী সংশ্লিষ্ট মাসে পরিবহণ করেছে। এছাড়া নিজস্ব অধিক্ষেত্রের অধীনে বিভিন্ন গুডস শেডে সেগুলি আনলোড করেছে। মার্চ মাসের সময়সীমার মধ্যে অসমে পণ্যবাহী ট্রেনের ৭৩৪টি রেক আনলোড করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩৪১টি রেকে অত্যাবশ্যক সামগ্রী লোড ছিল। সংশ্লিষ্ট মাসে ত্রিপুরায় ১১৭টি রেক, নাগাল্যান্ডে ২২টি রেক, মণিপুরে সাতটি রেক, অরুণাচল প্রদেশে আটটি রেক, মিজোরামে দুটি রেক আনলোড করা হয়। এছাড়া, সংশ্লিষ্ট মাসে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ২১৫টি পণ্য রেক ও বিহারে ২৪৭টি পণ্য রেক আনলোড করা হয়েছিল। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ সেকশনগুলিতে দ্বৈতকরণের কাজ দ্রুতগতিতে পরিচালনা করা হচ্ছে। যার ফলে পণ্যবাহী ট্রাফিকের অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী চলাচল বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে পণ্য আনলোডিং বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি অত্যাবশ্যক ও অন্যান্য পণ্য সামগ্রীর চলাচলও বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রেস বিবৃতিতে জানান তিনি।

অযোধ্যা: রামলালা দর্শনে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্দে

অযোধ্যা, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : রবিবার মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্দে তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়ে ভগবান শ্রী রামলালাকে দর্শন করলেন। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত শিব সৈনিকরা জয় শ্রী রাম স্লোগান দেন। শ্রীরামের জয়গানে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো ক্যাম্পাস।

মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর প্রথমবার রাম নগরীতে পৌঁছানোর পর শিন্দের হেলিকপ্টার রাম কথা পার্কে অবতরণ করে। হাজার হাজার শিব সৈনিকের উপস্থিতিতে তাকে স্বাগত জানানো হয়। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী রাম মন্দির আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত রামচন্দ্র দাস পরমহংসের সমাধিস্থলে প্রণাম করেন। সেখান থেকে একনাথ শিন্দে পায়ে হেঁটে রামলালা দর্শনে যান।

উল্লেখ্য, শনিবার রাতেই লখনউ পৌঁছেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্দে। যোগী সরকারের জলবিদ্যুৎ মন্ত্রী স্বাধীন দেব সিং তাঁকে স্বাগত জানিয়েছেন। রবিবার সকালে লখনউ থেকে অযোধ্যায় পৌঁছান তিনি। রামনগরীর হনুমানগড়ী সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মন্দির পরিদর্শন করার জন্য সরয়ু আরতিতে অংশ নেওয়ার জন্য একটি কর্মসূচিও প্রস্তাব করা হয়েছে।

মুরারইয়ে জনসভা থেকে তৃণমূলকে তীব্র আক্রমণ শুভেন্দুর

মুরারই, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : বীরভূমের মুরারাইয়ে জনসভা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বীরভূম থেকে তৃণমূল হটানোর ডাক তুললেন তিনি। একই সঙ্গে গরুপাচার মামলায় গ্রেফতা হয়ে দিল্লির তিহাড় জেলে থাকা অনুব্রত মণ্ডলকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন শুভেন্দু। এদিনের সভা থেকে শুভেন্দু প্রশ্ন তোলেন, ''বীরভূমের বীর কোথায়''?

বীরভূমের মুরারইয়ে জনসভা থেকে এদিন একনাগাড়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে যান।

সরাসরি অনুব্রতকে নিশানা করে বলেন, 'কোথায় কেষ্ট মণ্ডল? বীরভূমের বীর কোথায়? কেষ্টবাবু কোথায় এখন? চড়াম চড়াম ঢাকের আওয়াজ, নকুলদানা, উন্নয়ন দাঁড়িয়ে আছে, মনোনয়ন জমা দিতে দেব না, গুড় বাতাসা খাওয়াব বলা কেষ্ট মণ্ডল কোথায়? কেষ্টর নিচে যাঁরা কাজ করতেন, সেই বিনয় ঘোষ, ভগৎভাই, আসগর আলি, আর এক আলি, এই চারটে বড় চোর এখানকার। আরও আছে কি?'

আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে এ দিন শুভেন্দু বলেন, 'তিন গুণ করে টাকা তুলছে। অত্যাচার চলছে গরিবের উপর। অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। আপনারা সবাই মিলে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল নামের জঞ্জালটিকে বহিষ্কার করুন। বীরভূমের সাংগঠনিক জেলায় গত একবছর এই নিয়ে ১৩ বার এলাম। কথা দিচ্ছি, ২০১৮ সালে যে ভাবে ভোট লুঠ করা হয়েছিল, এ বার তা হতে দেব না আমরা।'

শুভেন্দুর দাবি, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সংখ্যালঘুদের ভুল বুঝিয়েছিল তৃণমূল। নইলে বিজেপি ক্ষমতায় আসতে পারত বলেও এ দিন দাবি করেন শুভেন্দু। তাঁর কথায়, 'সংখ্যালঘুদের পরিষ্কার বলব, ২০২১ সালে আপনাদের ভুল বোঝানো হয়েছিল। নইলে এখানে বিজেপি আসত। সংখ্যালঘুদের বলা হয়েছিল, বিজেপি এলে এনআরসি হবে। তাড়িয়ে দেওয়া হবে বাংলা থেকে। আপনারা বলুন, উত্তরপ্রদেশে যোগী আদিত্যনাথ কত জন সংখ্যালঘুকে তাড়িয়েছেন? ২৭ বছর গুজরাতে রয়েছে বিজেপি। অসমে আমাদের সরকার রয়েছে। কত জন সংখ্যালঘুকে তাড়ানো হয়েছে?'

বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায়, পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সংখ্যালঘুদের প্রতি বিজেপি-র সুর নরম হয়েছে বলে ইদানীং কালে শোনা যাচ্ছে রাজনৈতিক মহলে। এ দিন শুভেন্দুর গলাতেও সেই সুর ধরা পড়ে। তিনি বলেন, 'এই দেশের মাটিতে জন্মেছেন যাঁরা, এই মাটিকে নিজের ভাবেন যাঁরা, এখানেই যাঁদের সব, তাঁদের সঙ্গে কোনও বিরোধ ছিল না আমাদের, আজও নেই।'

শুভেন্দু এ দিনও ''নো ভোট টু মমতা'' স্লোগান তোলেন। বলেন, 'আবাস যোজনার টাকাও লুঠ হয়েছে।

কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন না বাংলার মানুষ। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম বদলে দিয়েছে রাজ্য। শৌচালয়ের টাকাও চুরি করেছে তৃণমূল। বগটুইয়ে এতগুলো মানুষকে পুড়িয়ে মারল। আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাড়িতে ঢুকে দেননি মৃতদের পরিবার। পঞ্চায়েত ভোটে বুথ রক্ষা করতে হবে। হারাতে হবে তৃণমূলকে।'

বাসন্তীতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু মহিলার

বাসন্তী, ৯ এপ্রিল (হি. স.) অটো ও ম্যাজিক ভ্যানের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক অটো যাত্রীর। মৃতার নাম করুণা মাহাতো(৩৭)। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন আরও চারজন। রবিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তীর হোগল সেতু সংলগ্ন এলাকায়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, গোসাবার চণ্ডীপুরের বাসিন্দা দশজন একটি অটোয় চেপে মগরাহাট এলাকা থেকে গদখালি ফিরছিলেন। হোগল সেতুর কাছে ঐ অটোটিতে পেছন থেকে ধাক্কা মারে একটি ম্যাজিক গাড়ি। রাস্তার পাশেই উল্টে যায় অটোটি। গুরুতর জখম হন অটোর যাত্রীরা। তড়িঘড়ি তাঁদেরকে উদ্ধার করে বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর পাঁচজনকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে আসার পথেই মৃত্যু হয় করুণার। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

উদ্বোধনের আগে এইমস গুয়াহাটির প্রস্তুতি পরিদর্শন মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : আগামী ১৪ তারিখ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতে উদ্বোধন হবে এইমস গুয়াহাটি। তাছাড়া, ওই দিন প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে অসমের সর্বকালীন সর্ববৃহৎ সম্মিলিত বিহুনৃত্য প্রদর্শন হবে। তাই আজ রবিবার এইমস-র উদ্বোধনী প্রস্তুতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখার পাশাপাশি মেগা বিহু নৃত্য পরিবেশনে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আজ স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত এবং বিভাগীয় অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস) গুয়াহাটির নির্মাণস্থল পরিদর্শন করে উদ্বোধনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেছেন।

এইমস পরিদর্শন করে মুখ্যমন্ত্রী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরুজাই স্টেডিয়ামে মেগা বিহু নৃত্য পরিবেশনের বাকি কাজগুলি সম্পূর্ণ করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন। মেগা বিহু নৃত্যে মোট ১১,১৪০ জন শিল্পী তাঁদের কলা পরিবেশন করবেন।

এইমস পরিদর্শনে এসে উপস্থিত সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা বলেন, 'ইনস্টিটিউটটি খুব শীঘ্রই ১৫০ শয্যার আইপিডি ওয়ার্ড শুরু করবে। ওয়ার্ডের কাজ ৮৪ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। ইতিমধ্যে তিনটি শিক্ষাবর্ষের ছাত্রছাত্রীকে ভরতি করা হয়েছে। আগামী এপ্রিল-মে মাসে আরও এক নতুন ব্যাচের নাম নথিভুক্ত করা হবে। সম্পূর্ণ কার্যকর হয়ে গেলে এইমস গুয়াহাটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় আরও গুণগত অগ্রগতি আনবে, বলেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, এর আগে ওপিডি, অডিটোরিয়াম, ডাক্তার ও নার্সদের কোয়ার্টার, ছাত্রদের হস্টেল, অগ্নি নির্বাপণ এবং আবর্জনা নিষ্পত্তি ব্যবস্থার অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

বিজেপিতে যোগ দিলেন অকালি নেতা ইন্দর ইকবাল সিং

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল(হি.স.) : শিরোমণি আকালি দলের নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক ইন্দর ইকবাল সিং আটওয়াল রবিবার ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দিয়েছেন।

তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরি, গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সোম প্রকাশ, বিজেপির সাধারণ সম্পাদক তরুণ চুগ এবং বিজেপি নেতা মনজিন্দর সিং সিরসার উপস্থিতিতে দলের জাতীয় সদর দফতরে দলে যোগ দেন। সর্দার জগজিৎ সিং আটওয়াল এবং অন্যান্য নেতারাও তাঁর সঙ্গে দলে যোগ দেন।

পঞ্জাবের জলন্ধর লোকসভা আসনের উপনির্বাচনের আগে এটি আকালি দলের জন্য একটি বড় ধাক্কা হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। ইন্দর ইকবাল সিং আটওয়াল পঞ্জাব বিধানসভার প্রাক্তন স্পিকার এবং লোকসভার প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার চরণজিৎ সিং আটওয়ালের ছেলে।

স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া, তিন সন্তানসহ পুরাতন গন্ডক নদীতে মরণ ঝাঁপ মহিলার

বেগুসরাই, ৯ এপ্রিল(হি.স.) : বিহারের বেগুসরাইয়ে পারিবারিক কলহের জেরে রবিবার বুধী গন্ডক নদীতে তিন সন্তানসহ মরণঝাঁপ দিলেন এক মহিলা। ঘটনার ১২ ঘন্টা পরও চারজনের বিষয়ে কিছু জানা যায়নি। ঘটনাটি ডান্ডারী থানা এলাকার সোহাগী ঘাট সেতুর।

ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই স্থানীয় প্রশাসন ও শত শত মানুষের ভিড় জমে যায়। নদীতে চারজনকেই খুঁজছে এসডিআরএফ দল। ঘটনায় জানা গিয়েছে, মোহনপুরের বাসিন্দা রবি কুমার সিং দ্বারভাঙ্গায় জেসিবি চালান। ছোট ছেলেকে কেন্দ্র করে শনিবার রাতে মোবাইল ফোনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয়। বিবাদের জেরে ওই মহিলা প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং রাতে বাড়ির লোকজন ঘুমিয়ে পড়ার পর তার দশ বছরের মেয়ে তানিয়া কুমারী, আট বছরের ছেলে আদিত্য কুমার এবং ছয় বছরের ছেলে আয়ুশ কুমারকে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে।

ভোর তিনটার দিকে স্বামীকে ফোন ওই মহিলা সেতুতে পৌঁছেছেন বলে জানান। তার সাথে কখনও ঝগড়া হবে না বলে সন্তানসহ পুরাতন গন্ডক নদীতে ঝাঁপ দিয়ে সে মারা যাচ্ছে। ফোনে খবর পাওয়া মাত্রই স্বামী রবি কুমার সিং পরিবারকে খবর দেন। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন সোহাগী ঘাট ব্রিজে পৌঁছালে সেখানেও তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। সকালে প্রশাসন ও গ্রামবাসীকে ঘটনার খবর দেওয়া হয়। এরপর গ্রাম পর্যায় থেকে নদীতে প্রথমে চারজনকে তল্লাশি করা হয়। কিন্তু কিছু না জেনে এসডিআরএফ দলকে ডাকা হয়েছে। এসডিআরএফ টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি চালাচ্ছে।

ঘটনাস্থল থেকে মহিলার মোবাইল উদ্ধার করা হয়েছে। এর সঙ্গে এক টুকরো চুড়িও পাওয়া গেছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, ওই মহিলা তার সন্তানদের নিয়ে সেতুতে পৌঁছে তিন শিশুকে একে একে নদীতে ফেলে দিয়ে ঝাঁপ দিয়েছেন। ঘটনাটি নিয়ে গ্রামবাসীর মধ্যে চলছে নানা আলোচনা। ঘটনাস্থলে শত শত মানুষের ভিড় করেছে।

কর্ণাটক নির্বাচন, কংগ্রেসের কার্যকারী সভাপতি হিসেবে চন্দ্র প্পাকে

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল(হি.স.) : কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচন আগামী মাসে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। তাই ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) নির্বাচনের প্রার্থী চূড়ান্ত করতে রবিবার দলের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির বৈঠক করবে বলে জানা গিয়েছে।

সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, বিজেপি প্রধান জেপি নড্ডা, দলের সাধারণ সম্পাদক বি এল সন্তোষ এবং দলের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির সদস্যরা বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন। প্রসঙ্গত, শনিবার বিজেপি সভাপতি নড্ডার বাসভবনে নির্বাচনের প্রার্থীদের তালিকা নিয়ে আলোচনা করেন। কর্ণাটকের বিজেপি সভাপতি নালিঙ্কুমার কাতিল, কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিএস ইয়েদুরাপ্পা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মান্ডাভিয়া এবং অন্যান্য নেতারাও নড্ডার বাসভবনে উপস্থিত ছিলেন।

করিমগঞ্জ পুলিশের পৃথক অভিযানে উদ্ধার প্রায় কোটি টাকার মাদক, গ্রেফতার এক

করিমগঞ্জ (অসম), ৯ এপ্রিল (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার পৃথক দুই স্থান, পাথারকান্দি এবং বদরপুরে পুলিশের অভিযানে উদ্ধার হয়েছে প্রায় কোটি টাকার মাদকদ্রব্য। এর সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে একজনকে। আজ রবিবার করিমগঞ্জ জেলা সদর পুলিশ জানিয়েছে, সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ করিমগঞ্জের বদরপুর ও পাথরকান্দি এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালিয়ে প্রায় ২২ হাজারটি মাদক ইয়াবা ট্যাবলেট এবং ৮৫৩ শিশি ফেনসিডিল কাশির সিরাপ বাজেয়াপ্ত করেছে। ধৃতের বিরুদ্ধে এনডিপিএস-এর নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়েছে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ। তবে পুলিশ এখনই গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির নাম—ধাম জানাতে অস্বীকার করেছে।

করিমগঞ্জ জেলার বদরপুর থেকে কয়েক লক্ষাধিক টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। বদরপুর থানা এলাকার মিশন রোডে অভিযানে নেমে প্রায় ২.৬ কেজি ওজনের ইয়াবা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বাজেয়াপ্তকৃত মাদক সামগ্রীর বাজারমূল্য ১০ লক্ষ টাকার বেশি হবে বলে পুলিশ সূত্রের দাবি।

জানা গেছে, গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে অভিযানে নামে বদরপুর থানার পুলিশ। মিশন রোডের আশপাশ এলাকায় ড্রাগসের লেনদেন হবে খবর পেয়ে পুলিশ সাদা পোশাকে টহল দিতে থাকে। কিন্তু পুলিশের অভিযান সম্পর্কে আগাম খবর পেয়ে দিঘিরপার এলাকায় মাদক সামগ্রী ফেলে পালিয়ে যায় এক পাচারকারী। সেখান থেকে উদ্ধার করা হয় মায়ানমারে তৈরি ২.৬ কেজি ইয়াবা ট্যাবলেট।

বদরপুর থানার জনৈক আধিকারিক জানান, পুলিশের অভিযানে ১১০ প্যাকেট ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে এগুলির মূল্য ১০ লক্ষ টাকার বেশি। তিনি জানান, মাদক পাচারে জড়িত দিলোয়ার হুসেন ওরফে কুটির বসতবাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়েছে। কিন্তু পুলিশের অভিযানের খবর পেয়ে বাড়ি থেকে ফেরার হয়ে যায় মাদক ব্যবসায়ী কুটি। পুলিশ তাকে খোঁজে বের করতে অভিযান অব্যাহত রেখেছে।

পুলিশ অধিকারিক জানান, দিলোয়ার হুসেন নামের ব্যক্তির বিরুদ্ধে মাদক পাচারের অভিযোগ দীর্ঘদিনের। কিন্তু উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ না থাকার দরুন তারা তার বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নিতে পারছিলেন না। আজ সূত্রের খবরে ফের একবার পুলিশের দল অভিযানে নামলে মাদক সামগ্রী ফেলে পালিয়ে যায় সে। তিনি জানান, এ ঘটনায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। বদরপুর এলাকায় মাদক বিরোধী অভিযান আরোও তীব্র করা হবে।

পার্কিং বিতর্কের মধ্যে ফিরহাদ হাকিমের গলায় আবেগের সুর

কলকাতা, ৯ এপ্রিল(হি.স.) : পার্কিং ফি ইস্যু নিয়ে বিতর্কে মাঝেই হতাশার সুর ফিরহাদ হাকিমের গলায়। বললেন, "২৫ বছর ধরে মানুষের কাজ করছি। বয়স হচ্ছে, এবার যাওয়ার পালা।" তাঁর এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে জোর চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। নিন্দুকদের মতে, পার্কিং নিয়ে অশান্তির জেরেই দলের উপর খানিকটা ক্ষুব্ধ পুরমন্ত্রী।

সূত্রের খবর, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশের পরেই বর্ধিত পার্কিং ফি-এর সিদ্ধান্ত নিয়ে পিছু হঠতে হয়েছে। এই ঘটনায় প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়ের কটাক্ষ ধেয়ে এসেছে ফিরহাদ হাকিমকে লক্ষ্য করে। তারপরেও তিনি কিছু বলেননি। রবিবার চেতলার একটি অনুষ্ঠানে তিনি মুখ খুললেন ফিরহাদ হাকিম। আজ চেতলায় ৮২ নম্বর ওয়ার্ডে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানেই গিয়েছিলেন ফিরহাদ হাকিম। সেখানে তিনি বলেন, "২৫ বছর ধরে মানুষের কাজ করছি। এখন বয়স হচ্ছে। আজ এক দাদাকে দাহ করে এলাম। একদিন আমাকেও চলে যেতে হবে। নতুনদের জায়গা করে দিতে হবে। মানুষ আসবে, মানুষ যাবে, উন্নয়ন থাকবে। আজকের বাচ্চা ছেলেরা সমাজের মাথা হবে, সমাজের উন্নয়ন করবে।"

ফিরহাদ হাকিমের এই মন্তব্য নিয়ে কাঁটাছেঁড়া শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। অনেকেই দাবি, দলের প্রতি অভিমানের জেরেই এমন কথা।

এবার নিয়োগ দুর্নীতি মামলার নাম জড়াল রায়গঞ্জের শিক্ষকের

রায়গঞ্জ, ৯ এপ্রিল(হি.স.) : এবার নিয়োগ দুর্নীতি মামলার নাম জড়াল রায়গঞ্জের এক স্কুল শিক্ষকের। রায়গঞ্জের সুদর্শনপুর হাই স্কুলের শিক্ষক গৌতম তান্ত্রিয়া। অভিযোগ ধৃত কুন্তল ঘোষের মিডলম্যান হিসেবে কাজ করতেন তিনি। শোনা যাচ্ছে, ইডি তলব করেছে তাঁকে।

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের গ্রেফতারির পর থেকেই নাকি নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে শোনা যাচ্ছিল রায়গঞ্জের সুদর্শনপুর হাই স্কুলের শিক্ষক গৌতম তান্ত্রিয়ার নাম। বাড়ি স্কুলের কাছেই। শিক্ষক ছাড়াও আরও দুটো পরিচয় রয়েছে তাঁর। প্রথমত, গৌতমবাবু পশুপ্রেমী সংগঠনের প্রেসিডেন্ট। দ্বিতীয়ত, তৃণমূল নেতা হিসেবেই এলাকায় পরিচিত তিনি। জানা গিয়েছে, ২০০৭ সাল থেকে চাকরি করেন তিনি। প্রথমে ইসলামপুরের একটি স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। পরে চলে আসেন সুদর্শনপুর স্কুলে। তাঁর স্ত্রী প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা। স্থানীয় সূত্রে খবর, ২০১৭ সালের পর থেকে আচমকাই বদলে যেতে থাকেন গৌতম। এলাকায় রীতিমতো দাপট দেখাতেন তিনি। অভিযোগ, অধিকাংশ দিন স্কুলেই যেতেন না। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কিছু বলার সাহস ছিল না বলেই দাবি। কারণ, তৃণমূলের শীর্ষ স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে নাকি ওঠাবসা ছিল গৌতমের। তাঁর দাপটে কার্যত বিরক্ত ছিলেন এলাকার বাসিন্দারা। সূত্রের খবর, ইডির নথিতে নাম এসেছে তার। কুন্তল ঘোষের মিডলম্যান হিসেবে নাকি কাজ করতেন গৌতম।

যদিও তাঁর দাবি, কীভাবে ইডির নথিতে নাম এল তা জানা নেই। গৌতমবাবু বলেন, "ইডির তরফে যোগাযোগ করেনি। কী ঘটেছে, সেটাও আমি জানি না। কুন্তলদের চিনি না। খবরে যা দেখছি, ততটুকুই।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রামনগরে সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে দুঃস্থ পরিবারের লোকজনদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। বাংলা নববর্ষকে সামনে রেখে রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার রামনগরে একটি সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে দুস্থ পরিবারের লোকজনদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। এদিন বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার এ ধরনের উদ্যোগের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন গরিব অংশের মানুষের ইচ্ছে থাকলেও আর্থিকের সামর্থ্য না থাকার কারণে নতুন বছরে অনেকেই নতুন জামা কাপড় কিনতে পারেন না। এক্ষেত্রে সামাজিক দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েই সামাজিক সংস্থাটি গরীব অংশের মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দিয়ে নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়েছে। অন্যান্য ক্লাব ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলিকেও এ ধরনের সামাজিক কাজকর্মে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন মেয়র। একটি সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে রবিবার দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র তুলে দেন মেয়র সহ অন্যান্য অতিথিরা।রামনগর চার নাম্বার রোডের শেষ প্রান্তে অবস্থিত এই সামাজিক সংস্থার গৃহে আয়োজিত বস্ত্রদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার, মেয়র ইন কাউন্সিলের সদস্য তুষার কান্তি ভট্টাচার্য, সংস্থার সভাপতি সহ অন্যান্যরা। সামাজিক সংস্থা মানে সমাজের জন্য কিছু করা। এই অবস্থায় আগামী দিনের কিছু বাংলা নতুন বছরকে স্বাগত জানানো হবে। পুরাতনকে বিসর্জন দিয়ে নববর্ষে নতুন করে জীবন যাপন করা। এই ক্ষেত্রে কারোর ইচ্ছা থাকলেও সামর্থ থাকেনা নতুন বস্ত্র কেনার। তাদের পাশে দাড়ানোর উদ্যোগকে স্বাগত জানান মেয়র। পরে দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র তুলে দেন মেয়র সহ অন্যান্য অতিথিরা।

মেলবন্ধন

● প্রথম পাতার পর

ভোর বেলায় একটু কিছু আহার করে দিনভর এই ভাবেই বাড়ি বাড়ি কিংবা বাজার হাটে আমরা নৃত্য করে ঘুরে বেড়াই। তবে এই একমাস আমরা নিরামিষ খাই। দুপুরে কোথাও জল বা শুকনো খাবারের উপরে দিন কাটাতে হচ্ছে। কারণ মানুষের দেওয়া দান-দক্ষিণা দিয়েই আমাদের মূলত চরক পূজা করতে হয়। তার জন্য বাড়তি খরচা করার কোন সুযোগ থাকে না। বাড়ি ফিরতে ফিরতে অনেক সময় রাত হয়ে যায়। বছরের একটা দিন এই উৎসবকে ঘিরে আমাদের নাওয়া খাওয়াও বিষয়টি খেয়াল থাকে না। প্রচন্ড গরমে ক্লান্তিবোধ হয়। মাঝেমাঝে গাছের নিচে বা কোন ছাউনির তলায় একটু বিশ্রাম নিতে হয়। যারা আমার সঙ্গে রয়েছে তাদের বয়সও অনেকটাই কম। কেন এই পর্বণের সঙ্গে জড়িত হলেন। তার উত্তরে আকাশ বললেন এটা আমাদের পরম্পরা। বাপ ঠাকুরদারা এ কাজকে আমরা ধরে রাখতেই আমাদের এখনো এই ধরনের অনুষ্ঠান করে আসছি। তিনি বলেন চৈত্র মাসের ৩০ তারিখ হয় চড়ক পূজা। এই পূজাকে ঘিরে দেখানো হয় নানা ধরনের খেলা। যেমন বড়শি গেঁথে ঘোরানো, আগুনের উপর দিয়ে হেটে যাওয়া। জিতের মধ্যে সুই ঢুকানো। বিশালাকার দা এর উপর হেঁটে যাওয়া ইত্যাদি। এর সঙ্গে থাকে নাচ গান ঢাক ঢোল কাশি ঘন্টা এবং সিঙ্গি। এই উপলক্ষে বিশাল মেলাও বসে। বহু দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এই চরক পূজা দেখতে আসেন। অপেক্ষা করে থাকেন চৈত্র সংক্রান্তির এই দিনটির জন্য। একই কথা শোনা গেল চানমারির দীপঙ্কর ঋষি দাসের গলায়। চানমারী স্কুল মাঠেও এই চরক পূজা এবং মেলা আয়োজন করা হয়। এছাড়া বড়জলা ,আড়ালিয়া, কুড়ি পুকুর পাড় সহ বিভিন্ন জায়গায় চড়ক পূজার আয়োজন করা হয়। তবে গাজন ছাড়াও জনজাতিদের গড়িয়া বিজু অসমীয়দের রঙ্গোলি বিহু এবং বাঙালিদের বর্ষ বিদায় ও বর্ষবরণ অনুষ্ঠান ও একই উৎসবের অঙ্গ। মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষও সামনে ঈদকে রেখে রোজা করছেন। সব মিলিয়ে ই এই দেশে বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতির এক মেলবন্ধ। সভ্যতা আধুনিক হলেও এই পরম্পরা সংস্কৃতি যুগ যুগ ধরেই চলবে। সবাই মিলে হাতে হাত ধরে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

আদিবাসী

● প্রথম পাতার পর

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'দ্য এলিফ্যান্ট হুইস্পার্স'-এর অস্কার প্রকৃতি ও প্রাণীর মধ্যে চমৎকার সম্পর্কের আমাদের উত্তরাধিকারকে প্রতিফলিত করে। মিশন লাইফ 'পরিবেশের জন্য জীবনধারা'র দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে উপজাতি সমাজের জীবনধারাও অনেক সাহায্য করে।

হিমন্ত

● আটের পাতার পর

(এনএমসি) থেকে অনুমোদন পেয়েছে কোকরাঝাড় মেডিক্যাল কলেজ। এ মাসের শুরুর দিকে নলবাড়ি মেডিক্যাল কলেজও এনএমসি-র অনুমোদনের পেয়েছে। এরই মধ্যে রাজ্যে সরকারি ১২টি মেডিক্যাল কলজে এমবিএস কোর্সে আসনের সংখ্যা বেড়েছে ১,৫০০।

মেডিক্যাল কলেজগুলি উদ্বোধনের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী মোদী আয়ুষ্মান অসম উদ্যোগ, পাঁচ লক্ষ রেশন কার্ডধারী পরিবারকে স্বাস্থ্য বিমা প্রদান এবং ১ কোটি ১০ লক্ষ কার্ড তৈরি সংক্রান্ত উদ্যোগের শুভারম্ভ করবেন। তিনি জানান, ২৭ লক্ষ পরিবারকে আয়ুষ্মান কার্ড দেওয়া হবে।ড় শর্মা জানান, ১৪ এপ্রিল উজান অসমের ডিব্রুগড় জেলার নামরূপে প্রতিদিন ৫০০ টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন সহ আসাম পেট্রো-কেমিক্যালস লিমিটেড-এর নতুন সংস্থাপিত মিথানল প্ল্যান্টের উদ্বোধন করবেন। এছাড়া ব্রহ্মপুত্রের ওপর ৩,১৯৭ হাজার কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষে প্রস্তাবিত শুয়ালকুচি-পলাশবাড়ি সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গুয়াহাটি-উত্তর গুয়াহাটি সেতুর নির্মাণকাজ আগামী অর্থ বছরের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছে। এছাড়া রংঘর সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পেরও উদ্বোধন করবেন মোদী। সব প্রকল্প সরুজাই স্টেডিয়াম থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন। হিমন্তবিশ্ব জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে ১৪ এপ্রিল ১১,০০০ প্লাস শিল্পী সর্বকালীন সর্ববৃহৎ সম্মিলিত বিহুনৃত্য প্রদর্শন করবেন সরুসজাই স্টেডিয়ামের মাঠে। গোটা অসমের সব জেলা থেকে বিহু নৃত্যশিল্পীরা ১০ এপ্রিল গুয়াহাটিতে পৌঁছে যাবেন। ওই দিন পৌঁছে সম্মিলিতভাবে তিন দিনের ড্রেস রিহার্সালের পর তাঁরা ১৪ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী মোদীর সামনে ১৫ মিনিট বিহু নৃত্য প্রদর্শন করবেন।

অনুষ্ঠান

● আটের পাতার পর

নোয়াতিয়া জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের সার্বিক উন্নয়নে সরকারি কর্মচারীদের সহযোগিতা কামনা করেছেন। জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রে পরিবর্তনের জন্য মন্ডল সভাপতি সহ অন্যান্য কর্মীদের ধন্যবাদ জানালেন মন্ত্রী। মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া জোলাইবাড়ী বিধানসভাকে দক্ষিন জেলায় শ্রেষ্ঠ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করবেন বলে জানান। জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রকে নেশামুক্ত করে ঘরে তোলা হবে বলে জানান মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া।

আজ

● আটের পাতার পর

বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের মন্ত্রীরা তাদের বক্তৃতা দেবেন। এই তালিকায় রয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহাও। নিরাপত্তা সংস্থাগুলি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে জি-২০প্রকল্পকে সমর্থন করেছে। এরই অংশ হিসেবে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে তারা এই আয়োজন করছে।

বীরভূমে চুরি রেললাইন, ঝোপ থেকে উদ্ধার

সিউড়ি, ৯ এপ্রিল(হি.স.) : আস্ত রেললাইন চুরি ! এমনই বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে বীরভূমে। ৩০টিরও বেশি রেললাইনের কাটা টুকরো পুলিশ ঝোপের মধ্যে থেকে উদ্ধার করেছে। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শনিবার রাতে বীরভূমের কাঁকড়াতলা থানার কৈথি গ্রামে এক ঝোপ জঙ্গল থেকে এই রেললাইনের টুকরোগুলি পুলিশ উদ্ধার করেছে।

শনিবার রাতে রেলপুলিশ ও কাঁকড়তলা থানার পুলিশ এলাকায় যৌথ অভিযান চালায়। এরপরই কৈথি গ্রামের দুই বাসিন্দা শেখ ইন্তাজ ও শেখ আলতাবকে গ্রেফতার করা হয়। তাদেরকে জেরা করে রেললাইনে খবর মেলে। তবে প্রাথমিকভাবে পুলিশের ধারনা এই ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত থাকতে পারে। সেকারণে পুলিশ এলাকায় আরও তল্লাশি চালাচ্ছে।

আসলে এটি অন্ডাল ও পলাশস্থলীর লাইন। তবে এই পথে বর্তমানে আর রেল চলে না। কিন্তু রেললাইন পাতা রয়েছে। মূলত কয়লাখনি এলাকা হওয়ার জন্য এখানে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। তবে এই পরিত্যক্ত রেললাইনের দিকেই নজর পড়েছিল চোরেদের। কিন্তু কাঁকড়তলা গ্রাম ও সংলগ্ন এলাকায় দেখা যাচ্ছিল কিছু রেললাইন আচমকা উধাও হয়ে যাচ্ছিল। এই ঘটনায় এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। প্রশ্ন উঠছিল, আচমকা রেললাইন কোথায় যাচ্ছে? এরপরই সেই রহস্যের সমাধান হল।

এরপর স্থানীয় থানার পুলিশের সহযোগিতায় রেলপুলিশ তদন্তে নামে। বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চলে। গোপন সূত্র মারফৎ পুলিশ খোঁজখবর নেয়। এরপর দেখা যায় আসলে রেললাইন এখান থেকে চুরি করে কেটে ফেলা হচ্ছে। সম্ভবত রেললাইন চুরি করে মোটা টাকায় বিক্রি করে দেওয়ার তাল করেছিল দুষ্কৃতীরা। সেকারণেই তারা রেললাইনগুলো রাতের অন্ধকারে কেটে রেখে দিয়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে গিয়েছে।

ইতিমধ্যেই পুলিশ এলাকায় খোঁজ করে দেখছে আর কেউ এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত কি না। পাশাপাশি কাটা রেললাইনগুলো আর কোথাও রাখা হয়েছে কি না সেটাও দেখা হচ্ছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

গোচরণ স্টেশনের মাঝে যুবকের দেহ উদ্ধার

লক্ষীকান্তপুর, ৯ এপ্রিল (হি. স.) রবিবার সকালে রেললাইনের ধারে একটি যুবকের মৃতদেহ পড়ে থাকাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার লক্ষীকান্তপুর লাইনের গোচারণ ও সূর্যপুর স্টেশনের মাঝে আপ রেল লাইনের ধারে।এদিন এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা দেখতে পান যে রেল লাইনের বেশ কিছুটা ধারে এক যুবকের মৃত দেহ পড়ে রয়েছে।আনুমানিক বয়স ৩২ বছর।কপালে তার ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। যদিও ওই যুবকের পরিচয় জানা যায়নি। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে সেই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় বারুইপুর থেকে আরপিএফ বাহিনী ও জিআরপি পুলিশ।

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রকল্প গুলো নিয়ে চাষীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন বিধায়ক সুশান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৯ এপ্রিল।। সামাজিক ন্যায় পাক্ষিক কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে রবিবার বিকেলে বিশালগড় মন্ডল অন্তর্গত চন্দ্রনগরে কৃষক দের নিয়ে এক মতবিনিময় ও সন্মাননা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। খুবই সাধারণ পরিবেশে নবনির্বাচিত বিধায়ক সুশান্ত দেব কে কাছে পেয়ে আনন্দিত এলাকার কৃষক পরিবারের লোকজনেরা। কোনো বাতানুকূল হলঘরে নয়। ছিল না কোন চেয়ার টেবিল পাখা। একেবারে চাষের জমিতে বসে অন্নদাতা চাষীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন বিশালগড়ের বিধায়ক সুশান্ত দেব। কৃষকদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সরকারের গৃহীত প্রকল্প গুলো নিয়ে চাষীদের সচেতন করাই মূল লক্ষ্য। এলাকার কৃষি চাষীরা গামছা পড়িয়ে নবনির্বাচিত বিধায়ক সুশান্ত দেবকে বুকে টেনে নেন। বিধায়ক সুশান্ত দেব চাষীদের গলায় গামছা পড়িয়ে সম্মান জানান। বিধায়ক সুশান্ত দেব বলেন ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে সরকার প্রতিষ্ঠার পর দেশের চাষীরা বাঁচার অধিকার পেয়েছে। কৃষকদের রোজগার বৃদ্ধি করতে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার একের পর এক প্রকল্প হাতে নিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী কৃষাণ সম্মান নিধি প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছে প্রান্তিক চাষীরা। রাজ্য সরকার এই প্রকল্পের অর্থরাশির পরিমাণ বৃদ্ধি করার ঘোষণা দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনায় উপকৃত হচ্ছে চাষীরা। এক কানি ফসলের বিমা করতে ২১০ টাকা দরকার। এরমধ্যে সরকার বহন করছে দু"শ টাকা। একসময় চাষীদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করার আন্দোলন করতো সিপিএম। কিন্তু ওরা পঁচিশ বছরে কৃষকদের কাছ থেকে এক কেজি ধান ক্রয় করেনি। বর্তমান রাজ্য সরকার ২০৪০ টাকা কুইন্টাল দরে ধান কিনছে। কৃষি যন্ত্রপাতি, সার ঔষধ বিনামূল্যে দেয়া হচ্ছে। কৃষকদের উন্নত চাষাবাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। কৃষকরা আমাদের অন্নদাতা। কৃষকদের আর্থসামাজিক কল্যাণে সরকার কাজ করছে।

বিবেকানন্দ শিশু নিকেতনে এন এস এস এর উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৯ এপ্রিল।। বিশালগড় বিবেকানন্দ শিশু নিকেতনে রবিবার বেলা এগারোটায় উদ্বোধন হল তিন দিন ব্যাপি জাতীয় সেবা প্রকল্পের বিশেষ শিবির। তিন দিন ব্যাপি শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সভাপতি তথা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র নবাদল বনিক। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন স্কুল পরিচালন কমিটির সহসভাপতি রাজেশ কান্তি সাহা, ত্রিপুরা এনএসএস অফিসের এসোসিয়েট প্রফেসর ড় সি ভৌমিক প্রমুখ। তিন দিন ব্যাপী জাতীয় সেবা প্রকল্পের প্রথম দিনে অনুষ্ঠিত হয় রক্তদান শিবির। ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র তথা বিশিষ্ট সমাজ সেবক নবাদুল বনিক রক্তদান করেন। এতে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ব্যপক উৎসাহিত হয়।স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র তথা বিশিষ্ট সমাজসেবক নবাদল বণিক বলেন আলোচনা করতে গিয়ে বলেন পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি সৎ আদর্শবান সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাহলে ভবিষ্যৎ জীবনে যে কোন পেশায় যুক্ত হয়ে সফলতা অর্জন সম্ভব হবে। জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি খেলাধুলা, শরীর চর্চা এবং সমাজ সেবামূলক কার্যক্রমে নিজেকে যুক্ত রাখতে হবে। তিন দিন ব্যাপী জাতীয় সেবা প্রকল্পের বিশেষ শিবিরে রক্তদান ছাড়াও রয়েছে সাফাই অভিযান, স্বাস্থ্য শিবির কর্মসূচি।

বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে কিষাণ মোর্চার সামাজিক কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। কিষাণ মোর্চার উদ্যোগে বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে নানা সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে রবিবার রাজ্যের প্রতিটি মন্ডল এলাকায় রক্তদান শিবিরসহ নানা সামাজিক কর্মসূচি পালন করা হয়। কর্মসূচির উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে কিষান মোর্চার রাজ্য সভাপতি প্রাক্তন মন্ত্রী জহর সাহা বলেন শুধু রাজনীতি করার জন্য সংগঠন নয়। সংগঠনের দায়িত্ব হল সমাজের সব অংশের মানুষের কল্যাণে কাজ করা। সেবা মূলক কাজের মধ্য দিয়ে মানুষের মন জয় করার উপর গুরুত্ব পড়েছেন তিনি। রাজ্যের সর্বত্র কিষাণ মোর্চার উদ্যোগে যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তাকে সফল করার জন্য সকল স্তরের জনগণের সহযোগিতা ও আহবান করেছেন কৃষান মোর্চার প্রদেশ সভাপতি জহর সাহা।

বিজেপির ৪৪ তম প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা দিবসকে কেন্দ্র করে সপ্তাহ ব্যাপী কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসেবে শনিবার প্রতিটি মন্ডল সহ বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে করা হয় রক্তদান শিবির। রবিবার কিষাণ মোর্চার সদর জেলা কমিটির উদ্যোগে মহারাজগঞ্জ বাজারের সব্জি মার্কেটে স্বচ্ছ ভারত অভিযান সংগঠিত করা হয়। পাশাপাশি বিভিন্ন হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে ফল মিষ্টি বিতরণ করা হয়। এদিনের স্বচ্ছ ভারত অভিযানে অংশ নেন কিষাণ মোর্চার প্রদেশ সভাপতি জহর সাহা, ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, ৮ টাউনবড়দোয়ালী মণ্ডল সভাপতি সঞ্জয় সাহা সহ অন্যান্যরা। কৃষাণ মোর্চার প্রদেশ সভাপতি জওহর সাহা জানান কেন্দ্রীয় ও প্রদেশ নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত ক্রমে বিভিন্ন মোর্চা গুলির উপর ভারত বর্ষকে সুদৃঢ় করতে কিছু দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। রাজানৈতিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি সেবামুলক কাজে এগিয়ে এসেছে সংগঠন। তারই অঙ্গ হিসাবে এদিন রাজ্যের প্রতিটি মণ্ডল ও বুথে কিষাণ মোর্চার উদ্যোগে হয় স্বচ্ছ ভারত অভিযান।

বিশালগড়ে

● প্রথম পাতার পর

সাহা এবং তার পরিবারের লোকজন। কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই মধু সাহা এবং তার পরিবারের লোকজন সঞ্জু দাসের উপর আক্রমণ করে। বেশ কয়েকটি কাঁচের বোতল দিয়ে মাথায় এবং শরীরে আঘাত করে। এতেই রক্তাক্ত হন সঞ্জু দাস পরে তার পরিবারের লোকজন সঞ্জু দাস কে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসে চিকিৎসার জন্য। বর্তমানে গুরুতর আহত অবস্থায় জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পরে তার পরিবারের পক্ষ থেকে মধুর সহ বেশ কয়েক জনের বিরুদ্ধে লেকুঙ্গা থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। ঘটনার পর পুলিশ এখন অব্দি কাউকে গ্রেপ্তার কিংবা আটক করতে সক্ষম হয়নি বলে জানা যায়।

গন্ডাছড়ায়

● প্রথম পাতার পর

সেও জলে পড়ে যায়।

ঘটনা প্রত্যক্ষ করে গ্রামবাসীরা এগিয়ে এসে খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে গন্ডাছড়া দমকলে খবর পাঠায়। সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি শুরু করে দমকল কর্মীরা। তলিয়ে যাওয়া দুই যুবতীর মধ্যে কাউকেই পাওয়া যায়নি। তবে তল্লাশি জারি রেখেছে দমকল কর্মীরা। ঘটনার আটচল্লিশ ঘন্টা অতিক্রান্ত হওয়ার পর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

করিমগঞ্জে অসমী বহাগী মেলা ১০-১২ এপ্রিল

করিমগঞ্জ (অসম), ৯ মার্চ (হি.স.) : অসম রাজ্য গ্রামীণ জীবিকা মিশনের করিমগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে আগামী ১০ থেকে ১২ এপ্রিল অর্থাৎ সোম থেকে বুধবার পর্যন্ত করিমগঞ্জে অসমী বহাগী মেলা ২০২৩-এৰ আয়োজন করা হয়েছে।করিমগঞ্জ জেলার আত্মসহায়ক গোষ্ঠীর সদস্যদের উৎপাদিত বিভিন্ন সামগ্রীর প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে করিমগঞ্জ শহরে স্টিমারঘাটের গুদাম প্রাঙ্গণে তিন দিন ব্যাপী এই মেলা অনুষ্ঠিত হবে। সোমবার বেলা ১২টায় স্টিমারঘাট গুদাম প্রাঙ্গণে এই মেলার শুভ সূচনা করা হবে বলে এক প্রেস বার্তায় জানিয়েছেন করিমগঞ্জের জেলা গ্রামোন্নয়ন সংস্থার প্রকল্প অধিকর্তা।

মেয়র ও ডেপুটি মেয়র চৈত্র মেলায় ব্যবসায়ীদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। ছবি নিজস্ব।

াঙ্গন

আসাম রাইফেলস স্কুলকে হারিয়ে জয়ের হ্যাট্রিক প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরের

আ: রাইফেলস: ১২২/৮(২০) প্রণবানন্দ: ১২৩/১(১৮)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। জয়ের হ্যাটট্রিক প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরের। টানা তিন ম্যাচে জয়ের সুবাদে প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির শুধু মূল পর্বের দাবিদার-ই নয়, বলা যাচ্ছে চ্যাম্পিয়নেরও প্রত্যাশা করতে পারে বিদ্যামন্দিরের মেয়েরা। খেলা হচ্ছে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত পশ্চিম জোনাল অনূর্ধ ১৭ বালিকাদের আন্তঃ স্কুল টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট।

চতুর্থ দিনে আজ ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল মাঠে দ্বিতীয় বেলায় অনুষ্ঠিত দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির নয় উইকেটের বড় ব্যবধানে আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুলকে পরাজিত করেছে। দুপুর ১টা নাগাদ ম্যাচ শুরুতে টস জিতে প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরের মেয়েরা প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিং এর আমন্ত্রণ পেয়ে আসাম রাইফেলস পাবলিক স্কুলের বালিকারা নির্ধারিত ২০ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ১২২ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে ওপেনার ক্রিস্টিনা রেমা সর্বাধিক ৩৩ রান পায়।

এছাড়া, অতিরিক্ত খাতে প্রাপ্ত ৬২ রান তাদের দলীয় স্কোর শতকের চেহারা দেখিয়েছে। প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরের স্নেহা দত্ত ও অস্মিতা রায় দুটি করে এবং অভিজ্ঞা বর্ধন ও সোনাক্ষী নমঃশূদ্র একটি করে উইকেট পেয়েছে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির ঠিক ১২ বল বাকি থাকতে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। ওপেনার আয়ুষী সাহা ৬ রানে বোল্ড আউট হয়ে এবং অন্বেষা চক্রবর্তী ৩ রানের রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে পেভেলিয়নে ফিরলেও দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে অভিজ্ঞা ও অভিধা বর্ধন জুটির দুর্দান্ত ব্যাটিং দলকে জয় এনে দেয়। অভিজ্ঞা ৪২ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৩৮ রানে অপরাজিত থেকে দলকে জয়ী করার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাবও পায়। অভিধা অপরাজিত থাকে ২৬ রানে। তারাও অতিরিক্ত খাতে ৫০ রান পেয়েছিল।

অনূর্ধ-১৫ রাজ্য ক্রিকেটে আজও সাত মাঠে ৭ ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। রবিবার দিনটা কাটলো বিরতির দিন হিসেবে। আগামীকাল অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটে পুনরায় ৭ মাঠে সাতটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। মোহনপুর স্কুল মাঠে সদর-এ দল খেলবে তেলিয়ামুড়ার বিরুদ্ধে। নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত মাঠে মোহনপুর খেলবে বিশালগড়ের বিরুদ্ধে। শান্তিরবাজার মাঠে উদয়পুর ও বিলোনিয়া পরস্পরের মুখোমুখি হবে। সাব্রুমে খেলবে শান্তিরবাজার, সোনামুড়ার বিপক্ষে। বিশালগড়ের জাঙ্গালিয়া মাঠে সদর-বি খেলবে অমরপুরের বিরুদ্ধে। মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে কৈলাশহর ও আমবাসা পরস্পরের মুখোমুখি হবে। কৈলাশহরের মাঠে ধর্মনগর খেলবে কাঞ্চনপুরের বিরুদ্ধে। তাছাড়া, আর কে এম মাঠে কমলপুর খেলবে গন্ডাছড়ার বিরুদ্ধে। উল্লেখ্য, শনিবার প্রথম দিনের খেলায় মোহনপুর ৪ উইকেটে খোয়াইকে, বিশালগড় ৩৮ রানে তেলিয়ামুড়াকে, শান্তিরবাজার ছয় উইকেটে সাব্রুমকে, সোনামুরা ছয় উইকেটে বিলোনিয়াকে, অমরপুর ৭৫ রানে আমবাসাকে, লংতরাইভ্যালি চার রানের ব্যবধানে কমলপুরকে এবং গন্ডাছড়া ১৬৪ রানের বিশাল ব্যবধানে কাঞ্চনপুরকে পরাজিত করেছে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: PNIe-T No. 01/EE/DWS/DMN/2023-24

The Executive Engineer, DWS Division Dharmanagar, North Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage / item rate e-tender for the following work-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIe-T No: 35/SE/TJB/2022-23.	Rs. 71,43,735.00	Rs. 1,42,875.00	120 days	Appropriate Class

Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: 24-04-2023 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID: 24-04-2023 at 16.00 Hrs
Document Downloading and Bidding at Application: https://tripuratenders.gov.in
Bid Fee: 4,000.00 (non refundable).
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in and https://eprocure.gov.in/epublish/app
ICA-C- 092-23

Executive Engineer
DWS Division Dharmanagar, North Tripura.

অমরপুরে ক্রিকেট : জয় দিয়ে সূচনা দেবার্পিত একাডেমির

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। জয় দিয়ে শুরু করলো দেবার্পিত ক্রিকেট আকাদেমি (ডি সি এ)। ১০ উইকেট পরাজিত করলো প্লেয়ার্স একাদশকে। অমরপুর মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র ক্রিকেটে। রাঙ্গামাটি স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে রবিবার ব্যাটে-বলে দাপট দেখিয়ে জয় পায় দেবার্পিত ক্রিকেট আকাদেমি। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে টুটন সরকার (৩/২৪) এবং অর্জুন সূত্রধরের দুরন্ত বোলিংয়ের সামনে প্লেয়ার্স একাদশ মাত্র ৭৬ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে পার্থ মজুমদার ২৫ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৯ এবং অর্পন চাকমা ১৮ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করেন। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেননি। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৫ রান। দেবার্পিত ক্রিকেট আকাদেমির পক্ষে টুটন এবং অর্জুন ছাড়া গোপাল দাশগুপ্ত (২/৫) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে দেবার্পিত ক্রিকেট আকাদেমি ৯.২ ওভারে কোনও উইকেট না হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে রাহুল সূত্রধর ৩৭ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ২টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪১ রানে এবং সুবিমন নাথ ২৩ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ রানে অপরাজিত থেকে যান।

ঘরোয়া টি-২০ ক্রিকেটে আজ ওপিসি-পোলস্টার, শতদল-হার্ভে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। টিসিএ আয়োজিত সমীরন চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট এখন জমজমাট মুহূর্তে রয়েছে। গ্রুপ লীগের খেলা এখন মাঝামাঝি পর্যায়ে চলছে। যদিও আজ, রবিবার টুর্নামেন্টের কোনও ম্যাচ ছিল না। আসরে বিরতি বলা চলে। আগামীকাল নরসিংগড়ে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে দুবেলায় দুটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। সকাল ন'টায় ওল্ড প্লে সেন্টার খেলবে পোলস্টারের বিরুদ্ধে। বেলা সোয়া একটায় দ্বিতীয় ম্যাচে শতদলক সংঘ ও হার্ভে পরস্পরের মুখোমুখি হবে। মূল পর্বে খেলার ব্যাপারে চারটি দলেরই এখনও সম্ভাবনা রয়েছে। তবে আগামীকাল ম্যাচের পর কোয়ার্টার ফাইনালের চিত্র অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। উল্লেখ্য, এ-গ্রুপের এ পর্যন্ত ১২টি ম্যাচের শেষে স্ফুলিঙ্গ, কসমোপলিটন, ব্লাড মাউথ ও মৌচাক মূল পর্বের লক্ষ্যে এগিয়ে রয়েছে। সুযোগ বুঝে চমক দেওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে চলমান সংঘ ও সংহতি। তবে পরপর তিনটি ম্যাচে হেরে পিছিয়ে রয়েছে ইউনাইটেড বিএসটি। বি-গ্রুপেরও একই রকম, বারোটি ম্যাচের শেষে জেসিসি, ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস, বিসিসি এবং ও পি সি মূল পর্বের লক্ষ্যে অগ্রণীতে রয়েছে। পোলস্টার, হার্ভেও সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে। শতদল সংঘ অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে টানা তিন ম্যাচে হেরে।

গার্লস ক্রিকেটে নন্দননগরকে হারিয়ে প্রথম জয় বড়দোয়ালী স্কুলের

নন্দননগর: ৮১/১০(১৮.২) বড়দোয়ালী: ৮২/৪(১৬.২)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। প্রথম জয় পেলো বড়দোয়ালী স্কুল দল। ৬ উইকেটে পরাজিত করে নন্দনগর স্কুল দলকে। ত্রিপুরা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত প্রথমবর্ষ পশ্চিম জেলা আন্তঃ স্কুল বালিকাদের টি-২০ ক্রিকেটে। ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বড়দোয়ালী স্কুলকে জয় এনে দিতে মূখ্য ভূমিকা নেয় সায়ন্তিকা নমঃ দাস। যেমন বলে, তেমন ব্যাটে। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে বড়দোয়ালি স্কুলের বোলারদের আটোসাটো বোলিংয়ের সামনে মাত্র ৮১ রানে গুটিয়ে যায় নন্দননগর স্কুল। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ২৬ রান আসে অতিরিক্ত খাতে। এছাড়া, দলের পক্ষে অনামিকা রুদ্র পাল ২৯ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫, শারমিন আক্তার ১৮ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৩ এবং পূর্ণিমা দেবনাথ ১৮ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১২ রান করে। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি।

বড়দোয়ালী স্কুলের পক্ষে অনুষ্কা সূত্রধর (৩/৫) এবং সায়ন্তিকা নম: দাস (৩/৮) সফল বোলার। জবাবে ব্যাট করতে নেমে বড়দোয়ালী স্কুল দল ১৬.২ ওভার খেলে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে সায়ন্তিকা নম: দাস ৪২ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৭ (অপ:) এবং অবন্তিকা ভৌমিক ১৭ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৯ রান। নন্দননগর স্কুলের পক্ষে পূর্ণিমা দেবনাথ (২/১৬) সফল বোলার। বলে -ব্যাটে দুর্দান্ত সাফল্যের সৌজন্য স্বরূপ বিজয়ী দলের সায়ন্তিকা নমঃ দাস পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাব।

রাজ্য সংস্থা আয়োজিত ১ম বর্ষ রেটিং দাবা শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। শুরু হলো প্রথম বর্ষ রেটিং দাবা প্রতিযোগিতা। উদ্বোধনী দিনে হয় দুই রাউন্ডের খেলা। এবারের আসরে অংশ নিয়েছে ১০৫ জন দাবাড়ু। এরমধ্যে গোটা কয়েকজন রয়েছেন ভিনরাজ্যের দাবাড়ু। আসাম, পশ্চিমবঙ্গ এবং গুজরাট থেকে কয়েকজন দাবাড়ু অসেছেন। রয়েছেন বাংলাদেশেরও দুইজন দাবাড়ু। এন এস আর সি সি-র দাবা হলঘরে হচ্ছে আসর। প্রথমদিনে তেমন কোনও অঘটন নেই বললেই চলে। নামীদামিরা অনেকটা অনায়াসেই জয় পেয়েছে। খেলা পরিচালনা করছেন রাজ্যের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক আরবিটর অনুপম ভট্টাচার্য।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

রবিবার মহারাজগঞ্জ বাজারে স্বচ্ছ ভারত অভিযান। ছবি নিজস্ব।

আন্তর্জাতিক বিগ ক্যাট অ্যালায়েন্স বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের একটি প্রচেষ্টা: প্রধানমন্ত্রী মোদী

মহীশূর, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ একটি সর্বজনীন বিষয়। ইন্টারন্যাশনাল বিগ ক্যাট অ্যালায়েন্স বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও সুরক্ষার জন্য একটি প্রচেষ্টা বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

প্রধানমন্ত্রী মোদী রবিবার ইন্টারন্যাশনাল বিগ ক্যাটস অ্যালায়েন্স (আইবিসিএ) চালু করেছেন। এ সময় তিনি বাঘের স্ট্যাটাস রিপোর্ট প্রকাশ করে ঘোষণা করেন, দেশে ৩১৬৭টি বাঘ রয়েছে। ২০১৯ সালে বিশ্ব বাঘ্র দিবসে তিনি এশিয়ায় অবৈধ বন্যপ্রাণী ব্যবসা এবং শিকারের বিরুদ্ধে একটি জোটের আহ্বান জানিয়েছিলেন। আন্তর্জাতিক বিগ ক্যাট অ্যালায়েন্স এই চেতনারই সম্প্রসারণ।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রজেক্ট টাইগারের সাফল্য শুধু ভারতের জন্য নয়, সমগ্র বিশ্বের জন্য গর্বের বিষয়। এবং এটি আমাদের জন্য আরও আনন্দের যে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্ণ হওয়ার পরে বিশ্বের বাঘের জনসংখ্যার প্রায় ৭৫ শতাংশ শুধুমাত্র ভারতে রয়েছে। এ সময় প্রধানমন্ত্রী 'প্রজেক্ট টাইগার'-এর ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠানেরও উদ্বোধন করেন।

এসময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা পরিবেশ ও অর্থনীতির মধ্যে সংঘাতে বিশ্বাস করি না, তাদের সহাবস্থানকে গুরুত্ব দিই। এছাড়াও, ভারত এমন একটি দেশ যেখানে প্রকৃতি সংরক্ষণ সংস্কৃতির একটি অংশ। তিনি আরও বলেন, সর্বত্র বিগ ক্যাটের উপস্থিতি স্থানীয় মানুষের জীবনযাত্রা এবং সেখানকার পরিবেশে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এসব কারণে টাইগার রিজার্ভে পর্যটকদের সংখ্যা বেড়েছে।

কৈলাসহরে পাচারকালে গবাদী পশু উদ্ধার গাড়ি ফেলে গা ঢাকা দিল পাচারকারীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। রাজ্যে গরু চুরি ও পাচারের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। আইনকানুনের তোয়াক্কা না করে একাংশের গরু ব্যবসায়ী অবৈধভাবে সীমান্ত ডিঙিয়ে গরু পাচার অব্যাহত রেখেছে। তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে। শনিবার গভীর রাতে ভগবাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন বালিছড়া এলাকায় ষাড় সহ তিনটি গরু পাচার করার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার সময় এলাকাবাসীর হাতে আটক। পাচারকারিরা বালিছড়া ইট ভাটার সামনে গাড়ি রেখে পালিয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গভীর রাতে আসেন কৈলাশহর থানার এস আই পঙ্কজ বর্মনের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী। জানা যায় যে ওই গরু পাচারকারীর নাম আব্দুল জলিল। বাড়ি ভগবাননগর। স্থানীয় সূত্রে আরো জানা যায় পাচারকারী আব্দুল জলিল এর আগেও একাধিকবার গরু পাচার করার সময় এলাকাবাসীর হাতে আটক হয়েছিল। গাড়ি এবং গরুগুলি বালিছড়া ইটভাটার সামনেই আটক করা হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠোর আইনে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়েছেন স্থানীয় জনগণ। উল্লেখ্য আন্তর্জাতিক সীমান্ত সংলগ্ন এলাকাগুলিতে একদিকে যেমন গরু চুরির ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে ঠিক তেমনি প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ গরু পাচারের ঘটনাও দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। অনেক ক্ষেত্রেই সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জওয়ানদের চোখে ধুলো দিয়ে এবং সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া কেটে এসব গরু বাংলাদেশে পাচার করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

সামাজিক ন্যায় সপ্তাহ ঘিরে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৯ এপ্রিল।। ভারতীয় জনতা পার্টি ৪৪তম প্রতিষ্ঠা দিবসের কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে সামাজিক ন্যায় সপ্তাহকে সামনে রেখে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। বিলোনিয়া মন্ডলের উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় বিলোনিয়া সিনেমা হলচৌমুহনীস্থিত আবুল কালাম আজাদ কমিউনিটি হলে।

এইদিনের আয়োজিত শিবিরে নেতৃত্বেদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন , মন্ডল সভাপতি গৌতম সরকার, বিজেপি রাজ্য কমিটির সদস্য নিখিল চন্দ্র গোপ, বিধায়িকা সপ্না মজুমদার, প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত সহ অন্যান্যরা নেতৃত্বরা। উপস্থিত নেতৃত্বদের বরণ করে নেওয়ার পর ভারত মাতা ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে সুচনা হয় রক্তদান শিবির। এরপর রক্তদান শিবিরে উপস্থিত স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের উৎসাহিত করে রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান রাখেন উপস্থিত নেতৃত্বরা। এদিনের রক্তদান শিবিরকে কেন্দ্র করে যুব মোর্চা সহ অন্যান্য কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ দেখা যায়।এই দিনের শিবিরে পঞ্চাশের উপরে বিভিন্ন মোর্চার কার্যকর্তা ও কর্মীরা স্বেচ্ছায় রক্ত দান করেন।

চৈত্র হাট ঘুরে দেখন মেয়র ও ডেপুটি মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। রাজধানী আগরতলা শহরসহ রাজ্যের সর্বত্রই এবছর চৈত্র সেল ব্যাস জমে উঠেছে। ক্রেতা বিক্রেতাদের ফিরে বাজার হাট জমজমাট হয়ে উঠেছে। এ বছর প্রকৃতি ও অনেকটাই সদয় বলা যেতে পারে। ইতিমধ্যেই চৈত্র সেলে ব্যবসা করে ব্যবসায়ীদের মুখে হাসি ফুটেছে। এবছর ৪ এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে চৈত্র সেল রাজধানীর শকুন্তলা রোড ও ওরিয়েন্ট চৌমুহনী রাস্তার দুই পাশে। আগরতলা পুর নিগম থেকে ব্যবসায়ীদের বিনামূল্যে ব্যবসা করার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। চৈত্র মেলার ষষ্ঠ দিনে শকুন্তলা রোডে মেলা ঘুরে দেখতে যান আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। সঙ্গে ছিলেন ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, মেয়র ইন কর্পোরেটর তুষার কান্তি ভট্টাচার্য, টাউন বড়দোয়ালি মণ্ডলের সভাপতি সঞ্জয় সাহা সহ অন্যরা। তারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন। তাদের মধ্যে লাড্ডু ও জল বিতরণ করেন। কেমন চলছে ব্যবসা সেসব সম্পর্কে অবগত হন মেয়র। তিনি জানান, ব্যবসা ভালই চলছে। তিনি এও জানান, আগামী দিনে স্বাচ্ছন্দ্যে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যাতে ব্যবসা করতে পারেন সেজন্য একটি জায়গা তৈরি করে দেওয়া হবে। ক্রেতারাও যাতে নির্বিঘ্নে জিনিস পত্র কিনতে পারেন।

বড়জলা এলাকায় বিভিন্ন ক্লাবের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে রাজ্যে রক্তদানের তৎপরতা দারুন ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য বিধানসভা নির্বাচন চলাকালে রাজ্যে রক্তদানের প্রবণতা কমে গিয়েছিল। ফলে রাজ্যের বারোটি সরকারি ব্লাড ব্যাংক এবং দুটি বেসরকারি ব্লাড ব্যাংকে রক্তের শূন্যতা দেখা দেয়।। রক্তের সংকট দেখা দেওয়ায় সংকটাপন্ন রোগীদের চিকিৎসা ব্যাহত হচ্ছিল। বিষয়টি নজরে আসার পর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়েছিলেন যাতে সংকটাপন্ন মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগের লক্ষ্যে প্রতিটি ক্লাব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ অন্যান্যরা রক্তদানে এগিয়ে আসেন। সেই আহবানে সাড়া দিয়ে ব্যাপক সংখ্যায় মানুষ রক্তদানে এগিয়ে আসতে শুরু করেছেন।। গত কিছুদিন ধরে যেভাবে রক্তদান শিবির সংঘটিত হচ্ছে তাতে রাজ্যের ব্লাড ব্যাংক গুলিতে রক্তের শূন্যতা অনেকটাই পূরণ হয়ে গেছে।রাজধানীর নতুন নগর দীঘালিয়া বিদ্যুৎসাহী সংঘের উদ্যোগে রবিবার অনুষ্ঠিত হয় এক রক্তদান শিবির। এইদিন রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন প্রাক্তন বিধায়ক ডাক্তার দিলিপ দাস। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎসাহি সংঘের পদাধিকারিরা। এইদিনের শিবিরে বিদ্যুৎসাহি সংঘের সদস্য সদস্যারা উৎসাহের সাথে রক্তদান করেন। এইদিন রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে প্রাক্তন বিধায়ক ডাক্তার দিলিপ দাস বলেন রক্তের সঙ্কট দেখা দেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সমগ্র রাজ্য জুড়ে রক্তদান শিবির চলছে। অনুরূপ ভাবে বড়জলা বিধানসভা এলাকায়ও শিবিরের আয়োজন করা হচ্ছে। বড়জলা বিধানসভা এলাকায় ৫৪ টি ক্লাব রয়েছে। চেষ্টা চলছে প্রতিটি ক্লাব যেন রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। প্রতিটি শিবিরে ২৫ থেকে ৩০ জন রক্তদাতা রক্তদান করছে। বাকি রক্তদাতাদের নাম নথিভুক্ত করে রাখা হচ্ছে প্রতিটি ক্লাবে। পরবর্তী সময় হাসপাতালে রক্তের প্রয়োজন হলে এই রক্তদাতারা হাসপাতালে গিয়ে রক্তদান করবে।

লাউদোহায় পরিত্যাক্ত কুয়োয় নরকঙ্কাল উদ্ধার, চাঞ্চল্য

দুর্গাপুর, ৯ এপ্রিল (হি. স.) পরিত্যক্ত কুয়োয় উদ্ধার হল নরকঙ্কাল। ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল লাউদোহার কুলবুনি-মহেশপুর এলাকায়। খবর পেয়ে পুলিশ কঙ্কালটি উদ্ধার করে ময়মাতদন্তের জন্য পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।ঘটনায় জানা গেছে, শনিবার সন্ধ্যায় লাউদোহা গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলবুনি-মহেশপুর এলাকায় একটি পরিত্যাক্ত কুয়ো থেকে নরকঙ্কাল পড়ে থাকতে দেখে বাসিন্দারা। যদিও কুয়োটি জন বসতি এলাকা থেকে অনেকটা দূরে। স্থানীয় বাসিন্দারা কঙ্কালটি দেখে খবর দেয় পুলিশে। খবর পেয়ে পুলিশ বাসিন্দাদের সহযোগিতায় নরকঙ্কালটি কুয়ো থেকে উদ্ধার করে। তবে নরকঙ্কালটি পুরুষ না মহিলা তা এখনও জানা যায়নি। তবে খনি এলাকায় পরিত্যাক্ত কুয়োয় নরকঙ্কাল কোথা থেকে এসেছে, তাই নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

কিষাণ মোর্চার উদ্যোগে রামরাইবাড়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্বচ্ছ ভারত অভিযান ও রুগিদের মধ্যে ফল মিষ্টি বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৯ এপ্রিল।। বিজেপির প্রতিষ্ঠা দিবসকে কেন্দ্র করে ৩৮ জোলাইবাড়ী মন্ডল বিজেপির উদ্দ্যোগে একগুচ্ছ কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে। জোলাইবাড়ী মন্ডলের বিভিন্ন মোর্চার উদ্দ্যোগে প্রতিনিয়ত চলছে নানান কর্মসূচী। এই কর্মসূচীর মধ্যে রবিবার জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের রামরাইবাড়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কৃষান মোর্চার উদ্দ্যোগে এক স্বচ্ছ ভারত অভিযানের আয়োজন করাহয়। আজকের এই স্বচ্ছ ভারত অভিযানের মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিভিন্ন জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করলেন বিজেপির নেতৃত্ববৃন্দরা। এই স্বচ্ছ ভারত অভিযান শেষে রামরাইবাড়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসারত রুগিদের মধ্যে মিষ্টি ও ফল বিতরন করা হয়। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। মন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ী বিজেপির মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং, কৃষান মোর্চার মন্ডল সভাপতি সুজিত দত্ত, কৃষান মোর্চার নেতৃত্ব আশিষ পাল, জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রবি নমঃ সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দরা।

আজকের এই অনুষ্ঠানে গিয়ে মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া রামরাইবাড়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিভিন্ন দিকগুলি পরিদর্শন করলেন। তিনি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামো পরিদর্শনের পাশাপাশি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কর্তব্যরত চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বললেন। এই মত বিনিময়ের স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিভিন্ন সমস্যার কথা মন্ত্রীর নিকট তুলে ধরলেন স্বাস্থ্যকর্মীরা।

আজকের এই কর্মসূচী মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া জানান তিনি রামরাইবাড়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি সারপ্রাইজ ভিজিট করেছেন। তিনি প্রতিনিয়ত জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন দফতর সারপ্রাইজ ভিজিট করবেন। মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া জানান জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের লোকজনেরা যাতেকরে সঠিকপরিষেবা পান তারই প্রয়াসে তিনি কাজ করে যাবেন।

আগামী ১৪ এপ্রিল অসমে এইমস, বেশ কয়েকটি প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী ঃ হিমন্ত

গুয়াহাটি, ৯ এপ্রিল (হি.স.) : আগামী ১৪ এপ্রিল অসমে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস) এবং তিনটি নতুন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এছাড়া আরও কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শিলান্যাস করবেন তিনি, জানান মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

আজ রবিবার আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অসম সফর সম্পর্কে নানা তথ্য দিচ্ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী ১৪ তারিখ বহাগ বিহুর (পয়লা বৈশাখ) আগের দিন গুয়াহাটি উপকণ্ঠ চাংসারিতে নবনির্মিত এইমস-এর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। ওই দিনই ভার্চুয়ালি অসমের আরও তিনটি যথাক্রমে নলবাড়ি, নগাঁও এবং কোকরাঝাড় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল উদ্বোধন করবেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী এদিন এইমস গুয়াহাটি থেকে স্বাস্থ্য খাতে অন্যান্য উদ্যোগেরও উদ্বোধন করবেন। এগুলির মধ্যে একটি মাল্টি-স্পেশালিটি হাসপাতাল এবং আসাম অ্যাডভান্স হেলথকেয়ার ইনোভেটিভ ইনস্টিটিউট (এএএইচআই), যা আইআইটি গুয়াহাটি ক্যাম্পাসে স্থাপিত হবে।

এছাড়া একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, একটি স্নাতকোত্তর মেডিক্যাল কলেজ এবং একটি ৩৫০ শয্যা বিশিষ্ট মাল্টি-স্পেশালিটি হাসপাতাল অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যা উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার করে চিকিৎসা বিজ্ঞানকে অন্য ধাপে নেওয়া হবে। কামরূপ জেলার আমিনগাঁওয়ে আইআইটি-গুয়াহাটি ক্যাম্পাসে এ ধরনের একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

এতে আইআইটি গুয়াহাটির ইঞ্জিনিয়ারিং দল এবং চিকিৎসা কর্মীদের মধ্যে সহযোগিতার মাধ্যমে স্বাস্থ্য প্রকৌশল সমাধানের জন্য দেশীয় যন্ত্র তৈরি করা হবে। কেবল তা-ই নয়, শংকরদেব কলাক্ষেত্রে গৌহাটি হাইকোর্টের প্ল্যাটিনাম জুবিলির অনুষ্ঠানে এবং সরুসজাই স্টেডিয়ামে রঙালি বিহুর অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, অতি সম্প্রতি ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে এমবিবিএস কোর্স চালু করার জন্য জাতীয় মেডিক্যাল কমিশন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উত্তরপূর্ব নিরাপত্তা শিক্ষা এবং বৈশ্বিক কর্মসংস্থান সমাবর্তন আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। নর্থ ইস্ট সিকিউরিটি এডুকেশন এন্ড গ্লোবাল এমপ্লয়বিলিটি সমাবর্তন অনুষ্ঠান আগামীকাল আগরতলায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত হবে। সেন্ট্রাল এসোসিয়েশন অফ প্রাইভেট সিকিউরিটি ইন্ডাস্ট্রি এই অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করছে। এই সমাবর্তনের মাধ্যমে রাজ্যে নিরাপত্তার কৌশলগত প্রশিক্ষণ এবং উত্তরপূর্বের বিভিন্ন রাজ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে উন্নয়নের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে। রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য জানান, কেন্দ্রীয় সমিতির চেয়ারম্যান কুমার বিক্রম সিং। এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটনমন্ত্রী কিষাণ রেড্ডি এবং ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রদেশ কংগ্রেস ভবন চত্বরে পালিত হল এনএসইউআইয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস। ছবি নিজস্ব।

জোলাইবাড়ী কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠীত সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৯ এপ্রিল।। আটত্রিশ জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের রাষ্ট্রবাদী আশা, অঙ্গনওয়াড়ী , সরকারী কর্মচারী এবং পেনশনার সংঘের যৌথ উদ্দ্যোগে দক্ষিণ জেলার রাষ্ট্রবাদী সরকারের নব নির্বাচিত মন্ত্রী, পবিত্র বিধানসভার বিধায়িকা ও বিধায়কগনকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। রবিবার জোলাইবাড়ী কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠীত হয় এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান।

আজকের এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যদিয়ে শুভসূচনা করলেন জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া। মন্ত্রীর পাশাপাশি আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শান্তির বাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, মনু বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক মাইলাফ্রু মগ, রাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা স্বপ্না মজুমদার, জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রবি মনঃ, ভাইসচেয়ারম্যান তাপস দত্ত, জোলাইবাড়ী বিজেপির মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং, জোলাইবাড়ী ব্লকের বি এস সি চেয়ারম্যান অশোক মগ, বিজেপির দক্ষিন জোলার সহ সভাপতি চাথই মগ সহ অন্যানরা। আজকের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী শুক্লাচরন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভোলবদল, বড়পাথরী ঔষুধের দোকানে হামলকারীরা বিজেপি দলের নন, জানালেন গোপাল চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৯ এপ্রিল।। তিন দিনের মধ্যেই ভোল বদল বিলোনিয়া বড়পাথরী বাজারের ব্যবসায়ী তথা ওষুধ দোকান রাধাগোবিন্দ হোমিও হল এর মালিক গোপাল চৌধুরীর। ওনার ওষুধ দোকানে ভাঙচুরে জড়িতরা বিজেপি দলের নন বলেই নতুন করে জানান তিনি

বিলোনিয়া বড়পাথরী বাজারের রাধাগোবিন্দ হোমিও হল ওষুধের দোকানের সিসি ক্যামেরা এবং দোকানে ভাঙচুর হয়েছে বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার করেছিলেন রাধাগোবিন্দ হোমিও হল এর মালিক গোপাল চৌধুরী। সেই সময় সিসি ক্যামেরার ফুটেজ মোতাবেক দুই জন দুষ্কৃতিকারীকে শনাক্ত করে তাদের নাম প্রকাশ্যে এনেছিলেন। সেই সাথে তাদের নামের পাশে বিজেপি দলের নাম জুড়ে দিয়েছিলেন। যদিও এখনও পর্যন্ত তিনি এই বিষয়ে থানায় মামলা করেননি। তার কারণ তিনি যেই দুই ব্যক্তির নাম প্রকাশ্যে এনেছিলেন ঘটনার দিন তারা বড়পাথরীতে ছিলেন না আগরতলাতে অবস্থান করছিলেন বলে জানা যায়। পূর্ব শত্রুতার জেরে এই দুজনকে ফাঁসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। পরবর্তী সময়ে অবস্থা বেগতিক বুঝে তিনি তার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন এবং সিসিটিভিতে যাদের দেখেছিলেন তারা ওই ব্যক্তি নয় বলে জানিয়ে দেন।

এই ঘটনাকে নিয়ে বড়পাথরী বাজার এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের পাশাপাশি উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। অভিযোগকারী এবং অভিযুক্ত উভয়পক্ষ থেকেই বিষয়টিকে নিয়ে প্রতিক্রিয়া তুলে ধরা হয়। দুস্কৃতিকারীর নাম প্রকাশ্যে এলেও কেন মামলা হয়নি এই বিষয় নিয়ে যখন প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল ঠিক তখনই নিজের ভুল স্বীকার করেন দোকানের মালিক গোপাল চৌধুরী।তবে দোকানে দুষ্কৃতী হামলার ঘটনার সত্যতা পাওয়া গেলেও দুষ্কৃতিকারীদের সনাক্ত করা যায়নি তাই মামলা হয়নি। তবে মামলা না হলেও ঘটনা সম্পর্কে পুলিশকে অবহিত করা হয়েছে।

এনএসইউআইকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান পিসিসি সভাপতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ এপ্রিল।। ছাত্র সংগঠন এনএসআইয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসে সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করার বার্তা দিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিনহা। রবিবার এনএসইউ আই এর প্রতিষ্ঠা দিবসে এই বার্তা দেন তিনি। এদিন সকালে কংগ্রেস ভবনের সামনে এনএসই ওয়াই এর ৫৩ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি এনএসওয়ের প্রদেশ সভাপতি সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানেই

এন এস ইউ আইকে আরও শক্তিশালি করার আহ্বান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিত সিনহার। বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে সারা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরায়ও এন এস ইউ আই-র প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করা হয়। এবছর সংগঠনের ৫৩ তম প্রতিষ্ঠা দিবস। রবিবার সকালে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস ভবনের সামনে হয় অনুষ্ঠান। প্রথমে এন এস ইউ আই-র পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সম্রাট রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তথা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিত সিনহা, কংরেস নেতা সুশান্ত চক্রবর্তী সহ অন্যরা। উপস্থিত নেতৃত্ব প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।